CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 2 November, 2019 ■ আগরতলা, ২ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৫ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাইজলবাড়িতে বিধবাকে কুপিয়ে হত্যা যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার মুঙ্গিয়াকামীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই/তেলিয়ামুড়া, ১ নভেম্বর।। পৃথক স্থানে দুজুনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খোয়াই জেলার বাইজলবাড়ি এবং মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের খবরে প্রশ্ন উঠছে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে। বাইজলবাড়িতে নিজ বাড়ির উঠানেই মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এটি হত্যাকান্ড বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান পুলিশের। অন্যদিকে, মুঙ্গিয়াকামীর উত্তর মহারাণীপুরে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।

নিজ বাড়ির উঠান থেকে উদ্ধার এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ঘটনা খোয়াই থানাধীন রতনপুর এডিসি ভিলেজের জুমিয়া কলোনি এলাকায়। মৃতার নাম ফুলমতি দেব্বর্মা, বয়স ৫০। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও ফরেনসিক দল। নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ কুকুর।

মৃতার দেবর জানান বৃহস্পতিবার রাতে তার কাছে মৃতার মেয়ে জামাই ফোন করে জানায় বাড়ির উঠানে তার বৌদির রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সেই মোতাবেক ছুটে আসে দেবর বিনয় দেব্ববর্মা। মৃতার স্বামী প্রায়ত হয়েছেন। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। দুই ছেলে বিয়ে করে অন্যত্র থাকে। আর দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। রাতে এলাকাবাসী ছোট মেয়ের জামাইকে ফোন করে শাশুড়ির রক্তাক্ত মৃতদেহ পরে থাকার খবর দেয় বলে জানা গেছে। সেই খবর পেয়ে ছুটে যায় মেয়ের জামাই। তারপর সে বাকিদের খবর দেয়। বাইজল বাড়ী ফাঁড়ির পুলিশ প্রথমে ঘটনা স্থলে যায়। কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় মৃতদেহ সরানো হয়নি। শুক্রবার সকালে পুলিশ সহ ফরেন্সিক ও ডগস্কোয়াড ঘটনাস্থলে যায়। শুরু হয় তদন্ত প্রক্রিয়া। পুলিশ জানায় আততায়ীদের হাতে খুন হয়েছেন ফুলমতি দেব্বর্মা। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। এই ঘটনা চাউর হতেই ভীড় জমায় এলাকার মানুষ। চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে মৃতার এক ছেলে থাকে মোহনপুর। অন্য ছেলে থাকে বাইজলবাড়ি এলাকায়। কি কারণে এই হত্যার ঘটনা তা স্পষ্ট হবে পুলিশি তদন্তেই। মৃত মহিলার ঘাড়ে গভীর ক্ষত চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে, মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন উত্তর মহারানীপুর থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ এটি কি হত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে যুবকের মৃত্যু এনিয়ে পুলিশ দ্বন্ধে। কল্যাণপুর থানা সূত্রে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামী এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ দেববর্মার ছেলে রাকেশ দেববর্মা(২০)। তার দুই বন্ধুর সাথে উত্তর মহারানীপুরে যায় গানের জলসা দেখার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে।

গানের জলসা শেষ হলে দুই বন্ধু বিশপ দেববর্মা ও সৈনিক দেববর্মা বাড়ি ফিরে গেলেও রাকেশ দেববর্মা রাতে বাড়ি ফিরে আসেনি। শুক্রবার সকালে উত্তর মহারানীপুর বাজারের পাশে মৃতেদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীরা মুঙ্গিয়াকামী থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক মেনেজার হত্যা মামলায় চার্জশিট দাখিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। ব্যাঙ্ক মেনেজার হত্যা মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে। পাশাপাশি পুলিশে আদালতে কাস্টডি ট্রায়ালের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেছে। আগামী ৫ নভেম্বর থেকে ওই হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ব্যাঙ্ক মেনেজার বুধিসত্ব দাস আগরতলায় জেকশন গেইট এলাকায় খুন হয়েছিলেন। ওই খুনের ঘটনায় পুলিশ সুমিত চৌধুরী, ওমর শরিফ, সুমিত বনিক এবং পুলিশ ইনস্পেক্টর সুকান্ত বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছিল। সরকারী পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর আজ জানিয়েছেন, ব্যাঙ্ক মেনেজার বুধিসত্ব হত্যা মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে। পাশাপাশি কাস্টডি ট্রায়ালের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালা মহাকরণে ক্রাইম ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। পূর্ত ঘোটালর তদন্ত করতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপি অজয় দাসের নেতৃত্বে আধিকারীকরা শুক্রবার মহাকরণে গিয়েছেন। সেখানে পূর্ত দপ্তরের রোড এন্ড ব্রিজ শাখার আধিকারীকদের সাথে কথা বলেন। সেই সাথে বেশ কিছু নথিপত্র সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিয়েছেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারীকরা। তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই মামলায় আরও কয়েকজনকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ জালে তুলতে পারে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনের নামধাম ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে এসেছে যারা এই ঘোটালার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ দূষণের কবলে দিল্লী, 'হেলথ ইমারজেন্সি' ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.)।। ভয়াবহ দূষণের কবলে রাজধানী নয়াদিল্লি। দূষণ প্রতিরোধে দিল্লি এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলে 'হেলথ ইমারজেন্সি' ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। অক্টোবর মাসের শেষের দিক থেকেই ধোঁয়াশায় মুখ ঢেকেছিল দিল্লির রাজপথ। দূষণে হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল শহরবাসীর। এর মাঝেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল টুইট করে আগামী ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেন।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফ থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় নির্মীয়মাণ বাড়ির কাজও বন্ধ রাখার নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক পরিমল হত্যা মামলায় বহাল ১২ জনের যাবজ্জীবন হাইকোর্টে, একই দন্ড বেকসুর খালাস একজনকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। ৩৬ বছর পুরনো বিধায়ক পরিমল সাহা হত্যা মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখার পাশাপাশি বেকসুর খালাস একজনকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। আজ থেকে ৩৬ বছর আগে খুন হয়েছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক পরিমল সাহা। ওই খুনের ঘটনায় ২০১৬ সালে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। এছাড়া অভিযুক্ত পাঁচজনকে বেকসুর খালাস করেছিল নিম্ন আদালত। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদনের আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে পরিমল সাহার পরিবার অবশেষে বিচার পেয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৩ সালের ৭ এপ্রিল চড়িলামের বিধায়ক পরিমল সাহা সিপিএম কর্মীদের আক্রমণে খুন হয়েছিলেন। ওই ঘটনায় ১৯৮৬ সালে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়। পরিমল সাহা হত্যা মামলায় পুলিশ ২৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল। কিন্তু, কালচক্রে ওই মামলার কার্যত ঠাঁই হয় হিমঘরে। ত্রিপুরায় হাইকোর্ট চালু হওয়ার পর প্রধান বিচারপতি দীপককুমার গুপ্তা নিষ্পত্তিহীন মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। তখনই পুনরায় শুরু হয় পরিমল সাহা হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়া। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পুলিশের চার্জশিটে থাকা ২৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া মাফিজ মিয়াঁ নামে এক গাড়ির চালক পলাতক ছিলেন। ফলে ১৭ জনের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে শুনানি শুরু হয়।

দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত ওই ১৭ জন অভিযুক্তের মধ্যে পরিমল সাহা হত্যা মামলায় প্রমাণের অভাবে অরুণ কুমার সাহা, তপন কুমার সাহা, সত্যরঞ্জন দাস, চাঁদ মিয়াঁ এবং উত্তম কুমার সাহাকে বেকসুর খালাস করে দেয়। আদালত ১২ জনকে ওই হত্যা মামলায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২, ১২০বি এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সত্যব্রত দত্ত বিধায়ক পরিমল সাহাকে হত্যার দায়ে ষষ্ঠী চক্রবর্তী, উত্তম সাহা, মৃণাল সেনগুপ্ত, প্রদুল সেনগুপ্ত, বিজয় কুমার দাস, কাজল রায়, অভয় ভূষণ, চিন্ময় ঘোষ, হিরণ্ময় ঘোষ, সুখেন্দু বিকাশ দাস, বাবুল দাস এবং সজল কুমার সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেন।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে রায়ের পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান সাজাপ্রাপ্তরা। এদিকে, অতিরিক্ত দায়রা আদালত যে ৫ জনকে পরিমল সাহা হত্যা মামলায় বেকসুর খালাস করেছিল সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে এগিয়ে আসতে ফের আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। সরকারে পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাঙ্কগুলিরও নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষি, রাবার, মৎস্য চাষ, প্রাণি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন এবং ডেয়ারী শিল্পের মতো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ আগরতলায় প্রজ্ঞাভবনের ৪নং হলে অনুষ্ঠিত স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির ১৩০তম সভায় এই আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় আলোচনাক্রমে তিনি বলেন, সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। একই সঙ্গে ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে গ্রামের সফল কৃষক বা স্ব-উদ্যোগীদের নামের তালিকা ব্যাঙ্কগুলির কাছে রাখার উপরও

এসএলবিসি'র বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাঙ্কের কাছে এসমস্ত স্ব-উদ্যোগীদের নামের তালিকা থাকলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষেরগ ঋণ প্রদানে অনেকটাই সুবিধা হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করাও সহজতর হয়ে উঠে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাঙ্কের আধিকারিকগণ যারা ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে নিজ উদ্যোগে ঋণ প্রদান করে থাকেন সেই সকল আধিকারিক কিংবা ব্যাঙ্ক কর্মীদের উৎসাহিত করা দরকার। প্রয়োজনে তাদেরকে ইনসেন্টিভ বা পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্যে আগামী দিনগুলিতে যে সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে সেই দিকেও ব্যাঙ্কগুলিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সাব্রুমের ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে এবং চিটাগাং বন্দর গিয়ে পণ্য পরিবহণ শুরু হলে রাজ্যে বাণিজ্য বিকাশের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হবে।

রাজ্যে রাইস মিল এবং স্মোকহাউস যুক্ত করার শিল্প ইউনিট গড়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উদ্যোগীরা এগিয়ে আসছেন তাদের ঋণ প্রদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। আবারো ধর্ষণের চেষ্টা এক গৃহবধূকে। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। ঘটনা মধুপুর থানার অন্তর্গত কেনানিয়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার রাতে নির্যাতিতা স্বামী ও ছেলের অনুপস্থিতিতে নিজ ঘড়ে একা ঘুমিয়েছিল।

তখন এলাকার ভূষণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি নির্যাতিতার ঘরে প্রবেশ করে নির্যাতিতাকে মুখ চাপা দিয়ে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। যদিও অভিযুক্ত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। নির্যাতিতা চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় অভিযুক্ত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী কেন পালালেন, জানতে চেয়েছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী পূর্ত ঘোটালায় গ্রেফতারি এড়াতে পালালেন কেন, জানতে চাইল বিজেপি। পাশাপাশি গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি এখনও নাটক করে যাচ্ছেন বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা রতনলাল নাথ। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে রতনবাবু দাবি করেন, কোন কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত না থাকলে ভয়ে পালাতেন না বাদল চৌধুরী। তাঁর আরও দাবি, পুলিশ তাকে নিয়ে কোন ধরনের বর্বরতা কিংবা অমানবিকতার নজির রাখেনি। সাথে তিনি কটাক্ষ করেন, ৩৫ বছরের বাম শাসনে শত শত মানুষ সিপিএমের সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন। তাদের মুখে বর্বরতা এবং অমানবিকতা নিয়ে সওয়াল করা মানায় না।

এদিন রতনলাল নাথ বলেন, বাম জমানায় বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন না চাইলেও ক্রমশ তা বেরিয়ে আসতই। তাঁর দাবি, কমিউনিস্টরা শাসনকালে দুর্নীতির কোন প্রমাণ রাখেন না। তেমনি বর্বরতা ও অমানবিকতার জন্যও তারা খ্যাত। রতন নাথের কথায়, বাম আমলে অসংখ্য বর্বর ও অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনে বহু গণহত্যার নজির স্থাপন করে রেখে গেছে বামফ্রন্ট সরকার। অথচ আজ তারাই বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারকে বর্বর ও অমানবিক বলে সমলোচিত করছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থীদের রাস্তা অবরোধ অব্যাহত, খাদ্য গুদাম লুটের মাইকিং, জারি ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। রিয়াং শরণার্থীরা খাদ্য গুদাম লুটের হুমকি দিয়েছে। এ ব্যাপারে শরণার্থী-নেতার আজ মাইকিং করেছেন। এর জেরে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আনন্দবাজারে খাদ্যগুদাম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসন।

এ-ব্যাপারে কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, আজ অবরোধ চলাকালীন রিয়াং শরণার্থীরা আগামীকাল খাদ্যগুদাম লুট করা হবে বলে মাইকিং করেছেন। তাই কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না বলে মনে করে আজ সন্ধ্যা থেকে আনন্দবাজারে খাদ্যগুদাম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তার দাবিতে দ্বিতীয় দিনও রিয়াং শরণার্থীরা জারি রাখেছেন রাস্তা অবরোধ। আজ সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ করেছেন তাঁরা। শরণার্থী নেতা ব্রোনো মিশার বক্তব্য, রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া না হলে প্রতিদিন চলবে রাস্তা অবরোধ।

বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দেওয়ায় রিয়াং শরণার্থীরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দশদা থেকে আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ করছেন। গতকাল সকাল পাঁচটা থেকে সংগঠিত অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার বার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও রিয়াং শরণার্থীরা অবরোধ তুলে নেননি। আজ ফের অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

গত মঙ্গলবার উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে এক চিঠিতে ৩১ অক্টোবর দশদা থেকে আনন্দবাজার রাস্তা অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন রিয়াং শরণার্থী নেতৃবৃন্দ। সে-মোতাবেক গতকালের পর আজ ফের সকাল পাঁচটা থেকে পাঁচ শতাধিক রিয়াং শরণার্থী দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ করেন। আজও কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অবরোধস্থলে গিয়ে রিয়াং শরণার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্ত তারা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

এদিকে, আজ বিকেল পাঁচটায় যথারীতি অবরোধ সমাপ্ত হয়। আগামীকাল ফের তারা অবরোধে বসবেন বলে জানান শরণার্থী নেতা ব্রোনো মিশা।

জেলাশাসককে লেখা ওই চিঠিতে শরণার্থী নেতারা খাদ্য গুদাম লুটের হুমকি দিয়েছিলেন। আজ কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য বলেন, এদিন অবরোধ চলাকালীন রিয়াং শরণার্থীরা তাদের ভাষায় আগামীকাল খাদ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিলেন সিপিএম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। শুক্রবার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার ,বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক সুদন দাস, বিধায়ক রতন ভৌমিক, প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস সহ এক প্রতিনিধি দল ৭ রামনগর বিধান সভার রাম নগর ৮ নম্বর এলাকার আক্রান্ত সংখ্যালঘু পরিবারগুলিকে দেখতে যান। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত পরিবারগুলির সাথে কথা বলেন।

পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, ঐ এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারের বেশিরভাগ পরিবারই বিরোধী দলের কর্মী সমর্থক। বিগত বহুবছর যাবৎ তারা সিপিআইএম দল করে আসছেন কিন্তু কোনো দিনই আক্রমণের শিকার হননি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করার পর থেকেই বিরোধী দলের

রামনগরে আক্রান্ত সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যরা। ছবি নিজস্ব।

নেতা কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণ ভাঙচুর প্রতিনিয়তই লেগেই রয়েছে। এইসব ব্যাপারে স্থানীয় থানাগুলোকে জানাবার পরেও বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেন না-তাতে করে বোঝা যায় রাজ্যে বিরোধী দলের কোন কর্মী সমর্থকরা মিছিল মিটিং এ যোগদান করতে পারবেন না।

মানিক সরকার জানান, সারা রাজ্য জুড়েই ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের ফালাফল ঘোষণা হবার পর থেকে সন্ত্রাস চলে আসছে। এই বষয়গুলি নিয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সদর দফতরের পুলিশের মহা নির্দেশক থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ পর্যন্ত হলেও কিন্তু বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে আক্রমণ কমছে না।

বিগত ৩০-১০-১৯ইং, তারিখে সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকে আগরতলার রাজধানীর রাজপথে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা। তারাই পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় দুষ্কৃতি সংখ্যালঘু পরিবারে বাড়ি ঘরে আক্রমণ করে। ধাড়ালো অস্ত্র দিয়ে বাড়ি ঘরে আক্রমণ চালানো হয় বলে জানালেন এক মহিলা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন ঃ ৩০ নভেম্বর থেকে পাঁচ দফায় ভোট, গণনা ২৩ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.)।। অবশেষে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা। শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা। ঝাড়খণ্ডের ৮১টি বিধানসভা আসনে মোট পাঁচ দফায় ভোটগ্রহণ হবে। আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু করে ভোট চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম দফার ভোট শুরু হবে ৩০ নভেম্বর।

ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২৩ ডিসেম্বর। ঝাড়খণ্ডের প্রথম দফায় নির্বাচনে মোট ১৩টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফার ভোট ৭ ডিসেম্বর। এই দফায় ভোট হবে মোট ২০টি আসনে। ১৭ আসনের জন্য ভোট হবে তৃতীয় দফায়। এই দফায় ভোটগ্রগণ ১২ ডিসেম্বর। চতুর্থ দফার ভোট হবে ১৬ ডিসেম্বর। এই দফায় ভোট হবে ১৫টি আসনে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দফার ভোট ২০ ডিসেম্বর। বাকি আসনগুলিতে ভোট হবে ওই দিন। ফলাফল ঘোষণা ২৩ ডিসেম্বর। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বড়দিনের আগেই ভোট শেষ করার তাড়া ছিল। তাই দিন ঘোষণার মাত্র ৬ দিন পরই প্রথম পর্বের জন্য নোটিশ জারি করা হবে। অর্থাৎ আগামী ৬ নভেম্বর প্রথম পর্বের নোটিফিকেশন জারি করা হবে। কিন্তু, মাত্র ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড বিধানসভার জন্য পাঁচ দফা ভোটের কী প্রয়োজন ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এক্ষেত্রে অবশ্য কমিশনের যুক্তি, ঝাড়খণ্ড মাওঅধ্যুষিত অঞ্চল।

তাছাড়া, এই রাজ্যের ভোটে পূর্বের অভিজ্ঞতা একেবারেই সুখকর নয়। তাই, অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেই মাও অধ্যুষিত রাজ্যে পাঁচ দফার নির্বাচনের ব্যবস্থা। ৮১ আসন বিশিষ্ট ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় আপাতত ক্ষমতায় আছে বিজেপি। এই রাজ্যে এর আগে কোনও সরকার নিজেদের মেয়াদ শেষ করেনি। এই প্রথমবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ২৫ ▫ ২ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৫ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

লৌহমানবের বন্দনা

কংগ্রেস সরকার যাহা করিতে পারে নাই বিজেপি সরকার সেই কাজ সম্পাদন করিয়া এক ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করিয়াছে বলা যাইতে পারে। লৌহমানব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৪৪তম জন্মদিন বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। গুজরাটের নর্মদা জেলায় কে ভাদিয়াতে বৃহস্পতিবার 'স্ট্যাচু অব্ ইউনিটিতেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সর্দার বল্লভ ভাই সত্যিই ছিলেন লৌহমানব। তিনিই ভারতকে অখন্ড ও শক্তিশালী রাখার লক্ষ্যে জীবনভর সংগ্রাম করিয়াছেন। বল্লভভাই ছিলেন জওহর লাল নেহেরু মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আস্ফালনের বিরুদ্ধে বল্লভভাই ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। একথা হয়তো অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, যদি বল্লভভাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইতেন তাহা হইলে দেশ আজকের বিপন্ন অবস্থায় থাকিতে না। আসলে, বল্লভভাই গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেস নেতা। অথচ কংগ্রেস তাহাদের তেমন মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জানায় নাই। বিজেপি সেখানে ব্যতিক্রমী। গান্ধীজি ও বল্লভভাইয়ের প্রতি বিজেপি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন সত্যিকার অর্থে রাজনীতির স্বার্থ আছে তা অস্বীকারের উপায় নাই। দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতাই তো ভারতের সমস্ত আশা আখাংকাকে কবরে পাঠাইয়াছে। জওহর লাল নেহেরুর মতো ক্ষমতালোভিদের কারণেই ভারত দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা পাইয়াছে। জিন্না পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী তুলিয়াছিলেন জওহরলালের সুবিধাবাদী নীতির কারণেই। গান্ধীজিও দেশভাগকে মানিয়া নিতে পারেন নাই। কিন্তু, জওহরলালের ক্ষমতালিপ্সা দেশভাগ ত্বরান্বিত করিয়াছে। দেশ ভাগের পর সিংহভাগ দেশজ রাজা ভারতে যোগ দিয়াছেন। এই উদ্যোগের পিছনে অবদান ছিল লৌহ মানব বল্লভভাই প্যাটেলের। কাশ্মীর সমস্যার বীজ তো লুকাইয়া আছে সেখানেই। কাশ্মীরের রাজা ভারত ভুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সেই সময় হইতেই কাশ্মীর সমস্যা ভারতের কপালে রহিয়াই গেল।

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ ও দুইটি কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে রূপান্তরীত করার পর পরিস্থিতি বিভিন্ন পথেই প্রবাহিত। কাশ্মীর লাদাখ ইস্যুতে চীন আবার ফোঁস করিয়া উঠিয়াছে। চীন ভারতকে জানাইয়া দিয়াছে কাশ্মীরকে বিভাজিত করা কিংবা রাজ্যের মর্যাদা বাতিল করিয়া কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে পর্যবসিত করার সিদ্ধান্ত অন্যায়। ভারত নিজেদের ইচ্ছামত একতরফাভাবে এইরকম আইন পরিবর্তন করিয়া জম্মুকাশ্মীর ও লাদাখের ভাগ্য বদলাইতে পারে না। কারণ, এই তিন এলাকার সঙ্গে চীনের অধিকার যুক্ত। চীনের এই বিবৃতির পরই ভারতের বিদেশমন্ত্রক পাল্টা বিবৃতি দিয়া চীনকে জানাইয়া দিয়াছে 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং ভারতের আইন কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাশ্মীরে নতুন আইন প্রণয়ন করা কিংবা আইন বাতিল করার অধিকারও ভারতের সার্বভৌম। বিবৃতিতে ভারত বলিয়াছে, চীনই কাশ্মীরের অনেকাংশ দখল করিয়া রাখিয়াছে তাহা অন্যায়।' হঠাৎ চীন এমন ভাবে ফোঁস করিয়া উঠিবার পিছনে তাৎপর্য্য কি তাহাই বড় কথা। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারত সফরে আসিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বলিয়াছিলেন কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। সেখানে তৃতীয় কোনও পক্ষের মধ্যস্ততা সঙ্গত নহে। আসলে, ভারতের সামনে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় হইতেই নানা ভাবে হুমকি চালাইয়া আসিতেছে। এই হুমকি শুধু কাশ্মীর ইস্যুতে নহে। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কি শান্তির ধারা বহিতেছে? নাগাল্যান্ড, মণিপুরের এমকি অরুণাচল প্রদেশের অন্তর্নিহিত অবস্থা কি? নাগারা এখনও অশান্তি ছড়াইতেছে। তাঁহাদের একাংশ তো এখনও নিজেদের ভারতীয় মনে করে না। একই ধারায় বাতাস বহিতেছে মণিপুরে। অরুণাচলপ্রদেশেও সেই ধারা প্রলম্বিত হইতেছে। দেশের সামনে বিচ্ছিন্নতার এই সংকট হইতে মুক্তির পথ যিনি দেখাইয়াছিলেন তিনিই বল্লভভাই প্যাটেল। প্যাটেল কংগ্রেস নেতা, জওহর লাল নেহেরুর মন্ত্রিসভায় দুর্দান্ত প্রতাপশালী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাহার ইচ্ছার সামান্যই সাফল্য পাইয়াছেন। কারণ ক্ষমতালোভী ও ভীতু জওহরলাল পদে পদে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিজেপির নীতির অনুসারী বলিয়াই কিনা আজ এই গেরুয়া আমলে প্যাটেল বন্দনা চলিতেছে। তবে, সত্যি ইহাই যে, ভারতের ভাগ্যাকাশে যদি প্যাটেলের উদয় না হইত তাহা হইলে এই দেশের কপালে অনেক দুঃখই লেখা হইত। এই সত্যিকে আজ নিশ্চয় স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। দেশ আজ এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। স্বাধীনতার প্রায় ৭১ বছর পর জম্মু কাশ্মীরে যে কঠিন সংস্কার চলিতেছে তাহার ভবিষ্যত পরিস্থিতির প্রশ্নে দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত। মোদি সরকারের একের পর এক সংস্কার কর্মসূচীতে ভারতকে উন্নত শির হইতে দেখা যাইতেছে না। বরং বেকারী দারিদ্র বাড়িতেছে। কর্পোরেট সেকটরটাকে যতখানি সুযোগ দেওয়া হইতেছে অন্য ক্ষেত্রে তো তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই। দেশের আর্থিক পরিস্থিতি আজ উদ্বেগজনক জায়গায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতো প্যাটেলের স্বপ্ন ছিল না। 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' এই মর্মকথাই তো বারবার উচ্চারিতই হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবের মাটি কি পাইবে? মানুষের বিশ্বাস, প্রত্যাশার মূল্য যদি হারাইয়া যায় সেখানে শুধু ভাষণ দিয়া কাজ হয় না। আজ সত্যি বলিতে কি কথা বেশী কাজ কম। প্যাটেল কথা কম বলিতেন। কাজ করিতেন প্রায় নিঃশব্দে। কিন্তু, তাঁহার গর্জনে বিচ্ছিন্নতার শক্তিরা দূর্বল হইয়াছিল। প্যাটেল বন্দনা তখনই সার্থক হইবে যখন তাহার নীতি ও পথকে মূল্য দেওয়া হইবে।

শোভনের নিরাপত্তা ফেরাল নবান্ন

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন শোভন ও তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। তার তিনদিনের মধ্যেই শুক্রবার শোভনকে ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিল নবান্ন।

অথচ, এই শোভন চট্টোপাধ্যায় যখন কলকাতার মেয়র ও মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে গোলপার্কের ফ্ল্যাটে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন, তখনও ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরির পুলিশি নিরাপত্তা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই শোভন, দিদির এক কালের 'কানন' বিজেপিতে যোগ দিতেই নিরাপত্তা সরিয়ে নেয় নবান্ন। মঙ্গলবার ভাইফোঁটার দিন সবাইকে চমকে দিয়ে কালীঘাটে মমতার বাড়িতে যান শোভন ও বৈশাখী। সূত্রের খবর, ঘরে ঢুকেই দিদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন বৈশাখী। তারপর এক বাক্স চকোলেট দেন। দিদিকে প্রণাম করেন তাঁর স্নেহের কানন তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। শোভনকে ভুঁড়ি কমানোর পরামর্শ দেন মমতা। এমনকি কিছু ওষুধের কথাও বলেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা দিদির বাড়িতেই ছিলেন শোভন এবং বৈশাখী। সূত্রের খবর, সেই আলোচনাতেই শোভনের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ ওঠে। সেদিন রাতেই গোয়েন্দা বিভাগের কিছু অফিসার শোভনের বাড়িতে গিয়ে নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা করেন। তারপরেই শুক্রবার নবান্নর তরফে শোভনের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। জানানো হয়েছে, আটজন নিরাপত্তা রক্ষী পাবেন শোভন।

গত বছর ২২ নভেম্বর মন্ত্রিসভা ও মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তারপরেই জেড ক্যাটেগরি থেকে শোভনের নিরাপত্তা ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে ১৭ আগস্ট শোভনের নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়। এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনারকে মেল করে শোভন অভিযোগ করেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ফলেই কি তাঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য রাজ্য সরকার নিরাপত্তা তুলে নিলেও কেন্দ্র সরকার নিরাপত্তা দেয় শোভনকে। এতদিন সেই নিরাপত্তা নিয়েই চলাফেরা করতেন প্রাক্তন মেয়র। এবার থেকে ফের রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা পাবেন তিনি। পর্যবেক্ষকদের ধারনা, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের তৃণমূলে ফেরা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এন আর সি আতংক নিয়ে সুযোগ সন্ধান

সুতীর্থ চক্রবর্তী

বলা হচ্ছে, 'নাগরিকপঞ্জি' তথা' 'এন আর সি'-র খসড়া ও চূতালিকা প্রকাশের পর অসমে কমপক্ষে ৪০টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এন আর সি-র খসড়া তালিকায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছিল। সদ্য প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় দেখা গেল ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ। যাঁদের খসড়া তালিকায় নাম বাদ পড়েছিল, তাঁদের চরম হয়রানির কথা এখন দেশবাসীর অনেকটাই জানা। চূড়ান্ত তালিকায় যাঁদের নাম বাদদ পড়েছে, তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা তো বোঝাই যাচ্ছে। এই মানুষগুলির কাছে 'ডিটেনশন ক্যাম্প' এ বাকি জীবন কাটানোর আতঙ্ক আর মৃত্যু তো সমার্থক। সুতরাম সেই নিরিখে অসমে এখনও পর্যন্ত এন আর সি সম্পর্কিত ৪০টি মৃত্যুর কিছুই না, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি হতে পারে—স্পেফ এই আতঙ্কেই এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে ছ'টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি নিয়ে যে আতঙ্ক ও গুজব একটি বড় অংশের রাজ্যবাসীর মধ্যে ছড়িয়েছে, তা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। বসিরহাট, হিঙ্গালগঞ্জ, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির যে ছ'টি মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি যদি সত্যিই এন আর সি আতঙ্কজনিক হয়, তাহলে বলতে হয় এটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এন আর সি আতঙ্ক যেভাবে ১০ কোটি মানুষের বড় অংশকে গ্রাস করেছে, তাতে মৃত্যুমিছিল দীর্ঘায়িত হবে। যাঁদের পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কস্মিনকালেও কোনও যোগাযোগ ছিল না, কয়েক পুরুষের বাস এই রাজ্যে, সেইরকম পরিবারও এন আর সি নিয়ে এক অজানা আতঙ্কের গ্রাসে। অবশ্যই অসমের অবিজ্ঞতা তাঁদের বীত করেছে। বিট্রিশ আমলে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে চা বাগানের শ্রমিক হয়ে পূর্বপুরুষ অসমে এসেছিলেন, সেইরকম এক-দেড়শো বছরের বাসিন্দারও দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত তালিকায় নাম নেই। এইরকম কিছু মানুষ 'বিদেশি' হিসাবে গ্রেফতারও হয়েছেন, সেই খবরও প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে।

এন আর সি আতঙ্কে রাজ্যে যে ছ'টি মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে, সবকটিই সীমান্তবর্তী এলাকায়। ফলে আতঙ্কটা একনও মূলত সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রবলভাবে রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু এটা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে অন্যত্রও। অসমে চূড়ান্ত এন আর সি তালিকা প্রকাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে যখন এই ইস্যুতে রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে, তখনই ডিজিটাল রেশন কার্ড সংশোধন ও প্রদান এবং ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। এটা একেবারেই কাকতালীয়। ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ তো একসঙ্গে গোটা দেশে শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই এই সময় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হয়। এই কাজটা এতদিন সরকার নিযুক্ত কর্মীরা করতেন। কিন্তু এই বছর ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বটা নির্বাচন কমিশন সাদরাণ নাগরিকদেরদিয়ে দিয়েছে। ডিজিটাল রেশন কার্ড সংশোধন ও প্রদান এবং ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজেরসঙ্গে একটি স্বার্থন্বেষী মহল এন আর সিকে যুক্ত করে আতঙ্কটা পল্লবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আতঙ্ক যত বাড়বে, তত ডিজিটাল রেশন কার্ড সংশোধন ও প্রদান এবং ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ ঘিরে কিছু লোকের ব্যবসা বাড়বে। অসমেও এই জিনিস দেখা গিয়েছে। অন আর সি-র কাজ চলাকালীন অসমে বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরির ব্যবসা রমরমিয়ে চলেছে। নথিপত্র জাল করার ব্যাপার হলে তো কথাই নেই। এই সময়ে অসমে বহু ভুয়া বাবা-মা সরবরাহের সিন্ডিকেটও তৈরি হয়েছে বলে অভিয়োগ। অসমে এন আর সি সেবাকেন্দ্রে কাছে একটা একটা জেরক্স তিন টাকায় হয। তিন টাকার ছবি প্রিন্ট দশ টাকায় হয়। আমাদের রাজ্যেও যদি এন আর সি আতঙ্ক প্রবল হয়, তাহলে ডিজিটাল রেশন কার্ড সংশোধন ও প্রদান এবং ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ এই রকম ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। বহুক্ষেত্রে সেটা ঘটছেও। কিছু লোক কার্ড তৈরির জন্য একন মরিয়া হয়ে পয়সা খরচ করবে। ভোটার তালিকা যাচাইয়ের জন্য সাইবার ক্যাফেকে পয়সা দেবে। রোগীদের সুবিধার্থে কলকাতার হাসপাতালগুলির আউটডোর টিকিট রাজ্য সরকার বিনামূল্যে অনলাইনে বানানোর সুযোগ দিয়েছে। সেটাকে ঘিরে হাসপাতালগুলির কাছে অনলাইনে টিকিট বানানোর ব্যবসা গড়ে উঠেছে। বউবাজার এলাকার সাইবার ক্যাফেগুলিতে ১৫ টাকায় হাসপাতালের আউটডোর টিকিট পাওয়া যায়। একইবাবে কসবার পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রের বাইরে পয়সা দিয়ে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করা যায়।

এন আর সি আতঙ্ক যোগ হওয়ায় জেলায় জেলায় ডিজিটাল রেশন কার্ড তৈরির হিড়িক পড়ে গিয়েছে। এর লম্বা লাইন হচ্ছে যে, লাইনে দাঁড়িয়ে বহু লোক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মৃত্যু ও পদপৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। রাজ্য সরকারকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলতে হয়েছে, এই কার্ড তৈরির সঙ্গে এন আর সির কোনও সম্পর্ক নেই। আসলে মানুষ বুঝতে পারছে না যে, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় এই রাজ্যে কোনও দিন নাগরিপঞ্জি তৈরি হবে, তাহলে রেশন কার্ড নাগরিকত্বের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গৃহীত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অসমেও তাই হয়েছে। অসমে প্রাথমিকভাবে নাগরিকত্ব প্রণাণে ১৫ টি নথির তালিকায় রেশন কার্ড স্থান পেয়েছিল কিন্তু পরে এন আর সি-র প্রধান কর্তা প্রতীক হাজেলা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন, পাঁচটি নথিকে যেন নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়। এই পাঁচটি নথির মধ্যে ছিল,১৯৫১ সালের এন আর সিতে নান থাকার দলিল, ১৯৭১ সালের আগের ভোটার তালিকায় নাম থাকার দলিল, স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র (পিআরসি), শরণার্থী পঞ্জিয়নের প্রমাণপত্র এবং রেশন কার্ড। হাজেলার আবেদন মেনে সুপ্রিম কোর্ট এই পাঁচটি নথিকে নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি হিসাবে বাদ দেয়। অসমের সূড়ান্ত এন আর সি তৈরির কাজে যখন রেশন কার্ড মান্যতা পায়নি, তখন ভবিষ্যতে যদি অন্য কোথাও এন আর সি তৈরি হয়, তাহলে সেখানেও রেশন কার্ড মান্যতা পাবে না বলে ধরেই নেওয়া যায়। আমাদের রাজ্যে। একসময় রেশন কার্ড ছিল ভুয়া ভোটের অন্যতম হাতিয়ার। জাল রেশন কার্ড নিয়ে লোকে ছাপ্পা ভোট দিতে যেত। নির্বাচন কমিশন তাই ভোটেও আররেশন কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসাবে মান্যতা দেয় না ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রেশন কার্ড বানানোর জন্য অযথা অধীর হয়ে পড়ার কোনও কারণ রাজ্যবাসীর নেই। এমনকী ভোটার তালিকায় নাম থাকাও নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এটা বরাবরের অভিয়োগ যে, বাংলাদেশে থেকে যারা এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে, তারা প্রথমেই দালালদের টাকা দিয়ে রেশন কার্ড বানিয়ে ফেলে ও ভোটার তালিকায় নাম তুলে ফেলে। যদি সত্যিই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে হয়,তাহলে রেশন কার্ড ও ভোটার তালিকা কোনও কাজে আসবে না, তা সবাইকে বুঝতে হবে। সুতরাং রেশন কার্ড তৈরি ও ভোটার তালিকা যাচাইকে এন আর সির সঙ্গে জুড়ে ফেলা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। যারা জুড়ছে তারা ব্যবসায়ের স্বার্থেই সেটা করছে।

১৫ অক্টোবরের মধ্যে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ না করলে 'ডি' ভোটার তথা 'ডাউটফুল ভোটার' হয়ে যেতে হবে বলেও একটা গুজব রটেছে। ১৯৯৭ সালে নির্বাচন কমিসন অসমে ভোটার তালিকায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারকে 'ডি' ভোটার ঘোষণা করেছিল। যাঁদের ফরেনার্স ট্রাইবুনালে গিয়ে নথিপত্র জমা দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয়। যাঁরা সেটা পারেনি, তাঁর নাম এন আর সিতে নেই। এখানেও সেই রকম একটা দুয়ে দুয়ে চার করে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ এর কোনও বিত্তিই নেই।

নির্বাচন কমিশন 'ডি' ভোটার নিয়ে কিছু বলেনি। এন আর সি শুরুর তো কোনও বিষয়ই নেই। অসমে ১৯৭৯ সাল থেকে 'আসু' -র নেতৃত্বে 'বিদেশি খেদাও আন্দোলন' শুরু হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে অসম চুক্তিতে এন আর সি হবে বলে ঘোষণা হয় তারপর ১৯৯৭ সালে নির্বাচন কমিশন অসমে 'ডি' ভোটার করার কথা ঘোষণা হয়। তারপর ১৯৯৭ সালে নির্বাচন কমিশন অসমে 'ডি' ভোটারকরার কথা ঘোষণা করে। অবশেষে এন আর সি-র চূড়ান্ত তালিকা হল২০১৯ সালে। এরপর কী হবে, কেউ জানে না। নাগরিকত্ব সংশোধন বিল সংসদে পাস না হওয়া পর্যন্ত এন আর সি-র ভবিষ্যৎই অনিশ্চিত। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান ও ভোটার তালিকা যাচাইয়েরকাজকে এন আর সি-র আতঙ্কে পরিণত করা চরম বোকামো ছাড়া কিছু হতে পারে না।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত-উত্তরণ নিয়ে প্রশ্ন

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় ইনিংসের সঙ্গে ডাকাবুকো বীরেন্দ্র শেহবাগের তুলনা টানলে, মনে হয় না তা খুব একটা বাড়াবাড়ি গোছের হবে। প্রথম ১০০ দিনে এম কতকগুলো সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, যা শুদু শেহবাগের মতো সাহসীই নয়, তাঁর বিধ্বংসী স্ট্রোকগুলোর মতোই অকল্পনীয়। বিলুপ সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা কোনও দলের কান্ডারি যদি সাহসী না হতে পারেন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত না নেন, তাহলে জনতা তাঁকে জবাবদিহিতে বাদ্য করবেই। জনতাকে সেই সুযোগ না দিয়ে নরেন্দ্রমোদি অবশ্যই সাহসিকতার পরিচয় রেখেছেন। একটা বড় 'কিন্তু' অবশ্য খচখচ করছে। সে কথায় পরে আসব। আগে দেখি ১০০ দিনের মধ্যে কোন কোন সিদ্ধান্ত এই সরকার নিয়েছে এবং কীভাবে।

সবচেয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত, 'দুঃসাসহিক' ও বলা যায়, অবশ্যই সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ। কাউকে কিচ্ছুটি টেরে পেতে না দিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তার ঘেরাটোপে থেকে একদিনে একঢিলে অকেগুলো পাখি মোদি সরকার মেরে দিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাটা গেল। সেই সঙ্গে গেল রাজ্য আইনসভার নাগরিকত্ব সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষমতা। এই রাজ্যের সঙ্গে অন্য কোনও ভারতীয় রাজ্যের ছিটেফোঁটা পার্থক্যও আর রইল না। লাদাখকে কেটে বের করে নেওয়া হল জম্মু-কাশ্মীরের ম্যাপ থেকে। এসব সিদ্ধান্তের ফল শেষ পর্যন্ত কী হবে, তা অনুমান করা আপতত বৃথা। কেননা, প্রথমত গোটা উপত্যকা এখনও অবরুদ্ধ দ্বিতীয়ত, উপত্যকায় দীর্ঘ তিন দশকের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। তৃতীয়ত সরকারি সিদ্ধান্ত সাংবিধানিকভাবে গৃহীত কি না, সেই প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনাধীন। এবং চতুর্থত, এই দ্বিপাক্ষিক সমস্যাটি ধীরে ধীরে 'আন্তর্জাতিক উদ্বেগ' -এর কারণ হয়ে উঠতে চলেছে। কাজেই কাশ্মীরের ভাগ্য অনিশ্চিত।

কিন্তু তাই বলে সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সাহসের কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ নিঃসন্দেহে মোদ সরকারের চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত। একইরকম যুগান্তকারী 'তিন তালাক' নিষিদ্ধ করার আইনটি;। প্রথম ইনিংস থেকেই এই চেষ্টা মোদি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পার্লামেন্টে আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু কোনও কারণে এতটা সাহসী হতে পারেননি। লোকসভায় ২৮২ থেকে ৩০৩ -এ উত্তরণ তাঁক বাড়তি যে সাহস, অধিকার, আস্তা ও মনোবল জুগিয়েছে, তাতে দ্বিতীয় ইনিংসকে 'শেহবাগোচিত' করে তোলা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়ে ওঠে। বারবার অর্ডিন্যান্স জারি করার দরকার যাতে না হয়, তা তিনি নিশ্চিত করে ফেলেন।

শেহবাগের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মোদি সরকারের তুলনা মানানসই করার জন্য এই ১০০ দিনে আরও দুটো আইন সংশোধনের উল্লেক করা জরুরি। প্রথমটা 'ইউএপিএ', দ্বিতীয়টা 'তথ্য জানার অধিকার আইন। বিরোধীরা দুটো ক্ষেত্রেই সংশোধনে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। সেই আপত্তি ধোপে টেকেনি। টেকেনি বলে ইউএপিএ আইন সংশোধনের মাধ্যমে এখন থেকে সরকার যে কোনও ব্যক্তিকে 'সন্ত্রাসবাদী' ঘোষণা করতে পারবে। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। বিনা বিচারে আটকে রাখতে পারবে। 'তথ্য জানার অধিকার আইন' সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র ও রাজ্যের তথ্য কমিশনের প্রধান ও তার সদস্যদের নিযুক্তির মেয়াদ ও বেতন কাঠামো নির্ধারণের ক্ষমতা হাতে নিল। আগের আইনে এগুলো পূর্ব নির্ধারিত ছিল।

এই চার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সারা দেশের সব রাজ্যে নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) তৈরি ও নাগরিকত্ব বিলে সংশোধন আনার বিষয় দু'টি সরকারের মন্ত্রী,সান্ত্রীরা বারবার সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাতে কারা কী বলছে, না বলছে, কে কোন যুক্তিতে বিরোধীতা করছে, কেন করছে, ক্ষতি কোথায়, কোনও কিছুই শাসক দল আমলে আনতে রাজি নয়। বরং তাঁরা যে দেরি না করে এই দুই প্রতিশ্রুতিও দ্রুত বলবৎ করবেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে তা জানাতে রিছু হটছেন না।

এগুলো পাশে দু'টি বিষয়ের উপস্থাপনা করা জরুরি। প্রথম দফায় গৃহীত সেই দুই সিদ্ধান্তেররেশ দ্বিতীয় ইনিংসের আকাশে কালো মেঘ হয় ঘনিয়েছে। 'নোটবন্দি' ও 'জিএসটি'।

এই দুই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৈশ্বিক অর্থনীতির ঘটনাপ্রবাহ 'ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার হয়ে দেশের অর্থনীতির কী হাল করেছে, তার প্রমাণ আলো, লাগা হিরের মতো এখন ঝকমক করছে। এতদিন যা ছিল বিরোধীদের সমালোচনার বিষয়, সরকার যা হেলায় উপেক্ষা করেছে, এখন তা শাসক দলের বলিরেখা গাঢ় করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেযারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান মায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টারাও খুল্লামখুল্লা মুখ খুলতে শুরু করেছেন, অর্তমন্ত্রীকে নানা নিদানের ঝুলি নিয়ে আসরে নামত হয়েছে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পরিত্রাণের প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন প্রাক্তন অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। আরও অনেক পরামর্শের মতো প্রধানমন্ত্রীকে ছোট্ট একটা হুল ফুটিয়ে তিনি বলেছেন, গ্রামীণ অর্থনীতি কীভাবে চাঙ্গা করা যায় তার হদিশ তিনি কংগ্রেসের নিবতাচনী ইশতিহারে পাবেন। চাইলে দেখে নিতে পারেন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সরকার বিরোধীদের তরজা মোদির প্রথম ও দ্বিতীয় দুই ইনিংসেই প্রবল। গণতন্ত্রে সেই তরজা ও চাপানউতোর অপরিহার্য। আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় কোনও ইনিংসেই এখনও পর্যন্ত দেখা মিলল না গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বসম্মত হওয়ার উদ্যোগের। তাঁর রাজত্বে নরেন্দ্র মোদি একবারের জন্যও কোনও বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দেননি। কোনও বিষয়ে সর্বসম্মত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজে। একাকী। নিজের প্রতি আস্থা ও দলের উপর নির্ভরতা রেখে। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে এই আচরণগত পরিবর্তন অভূতপূর্ব। গত ১০০ দিনে তা আরও প্রবল। এই সময়েই দেখা গেল, একটি বিলও সরকার পক্ষ সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি বা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাল না। সংসদে জম্মু কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন বিল পেশ করা হল সভ্যধ্যক্ষের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ মারফত। দু'দিন তো ছাড়, দু'ঘণ্টাও সময় দেওয়া হল না সদস্যদের বিল পড়তে।

জাতীয় প্রশ্নে সর্বসম্মত হওয়ার উপর নরেন্দ্র মোদি প্রথম থেকেই জোর দেননি। তবে বারবার বলে এসেছেন 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' রক্ষার কথা। দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর ১০০ দিনের মধ্যে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো 'উপেক্ষা করার' মারাত্মক এক অভিয়োগ এনেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। পঞ্চদশ অর্থ কমিসনের কাজের পদ্ধতিগত কিছু মাপকাঠি একেবারে আচমকাই বদলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় যে কোনও সময়ে ব্যবহারযোগ্য তহবিল, ইংরেজিতে যাকে 'নন ল্যাপসেবল ফান্ড' বলা হয়, কীভাবে তা বন্টন করা যায়— সেই সুপারিশও করতে জানিয়ে বলেছেন, এই সিদ্ধান্তগ্রহণের আগে কেন্দ্রে উচিত ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করা। এই 'এখতরফা' সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

মনমোহন সিংয়ের এই আপত্তি সরকার কানে তোলেনি। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কেই এ নিয়ে কোনও মন্তব্যও করেননি।

এই লেখার শুরুর দিকে একটা বড় 'কিন্তু' -র উপস্থাপনা করেছিলাম। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষা এবং তার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে প্রশ্নটি এই মুহূর্তে ভিন্ন কারণে বড় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী মাসের গোড়ায় আবার দিল্লি আসছেন। 'তিস্তা চুক্তি' এখনও অধরা। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষা'-র কথা বলে তিস্তা সংক্রান্ত একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে মোদি অতীতে বারবার অস্বীকার করেচেন। প্রথম দফার মতো তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের প্রতম ১০০ দিনে গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত কিন্তু একতরফা। প্রযোজন পড়েনি সর্বদলীয় সহমতের। গুরুত্ব পায়নি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আমল পায়নি বিরোধীদের কোনও ওজর, আপত্তি। দেশ ও জাতির 'স্বার্থ'ই ছিল প্রধান বিবেচ্য। অধরা তিস্তাকে ছুঁতে হাসিনা এই নমুনাগুলো তুলে ধরলে কোন যুক্তিজাল বিছানো হবে? তা কি গ্রহণযোগহ্য হবে? বিশ্বাসযোগ্য? যুক্তিগ্রাহ্য? তিস্তা-সহ অভিন্ন সব নদীর জলের দাবি ভারত কখনও 'অন্যায্য ও অযৌক্তিক' বলেনি। জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশের বন্ধুতা রক্ষাও ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তিস্তার ক্ষেত্রে কি প্রধানমন্ত্রীকে এবার 'শেখবাগ' হয়ে উঠতে দেখা যাবে?

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের মতো মানবিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ঢাকা,নভেম্বর ০১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের জনগণকে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদানের মতো মানবিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি বলেন, 'স্বেচ্ছায় রক্তদানকে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা কাজ করছি। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিকে আরও বিস্তৃত করতে হবে যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদানে সচেতন ও আগ্রহী হয়।'

প্রধানমন্ত্রী আজ ২ নভেম্বর জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস উপলক্ষে শুক্রবার দেয়া এক বাণীতে এ আহবান জানান।শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমাদের সরকার অন্ধত্ব প্রতিরোধে এবং চক্ষুরোগ চিকিৎসার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আমরা জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা ও গোপালগঞ্জে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ করে ছানিসহ চোখের বিভিন্ন রোগের অপারেশনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করছি। মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন,' এতে করে স্বেচ্ছায় অঙ্গদান ও মৃত্যুর পর চক্ষুদানে আর জটিলতা থাকবে না। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনানুগ কোনো উত্তরাধিকারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অঙ্গ নেওয়া যাবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির উদ্যোগে আজ 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১৯' দেশব্যাপী পালন করা হচ্ছে জেনে প্রধানমন্ত্রী এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপদ রক্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে অন্ধত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য 'অন্ধত্ব মোচন অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। ১৯৯৬ সালে প্রথম জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০১৯' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ০১।। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার কারণে বিশ্বে আজ বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো: আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি জঙ্গী, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে কাজ করছেন।তিনি জানেন আইন-শৃংখলার উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়নের সুফল পাওয়া যায়না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত ঘোষণার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার সকালে বাগেরহাট স্টেডিয়ামে এলিট ফোর্স র্যাব-৬ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরবনের জেলে, বাওয়ালী ও মৌয়ালসহ পর্যটকদের জীবন বিপন্নকারী জলদস্যু দমনে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার যথাযত বাস্তবায়ন হয়েছে।তিনি বলেন, র্যাব, কোষ্টগার্ড ও পুলিশ যৌথভাবে এ সফলতা ধরে রাখতে নিরলসকাজ করে যাচ্ছে। এরপরও যদি কেউ সুন্দরবনে পুনরায় দস্যুবৃত্তি করার চেষ্টা করে তার পরিনতি হবে ভয়াবহ।তিনি আরো বলেন, সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে কেউ অপরাধীদের শেল্টার দিলে তাকেও আইনের আওয়তায় আনা হবে। এসময় মন্ত্রী আত্মসমর্পণকৃত জলদস্যু ও বনদস্যুদের নামের মামলা আইনি প্রক্রিয়ায় দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দেন।

খুলনা র্যাব-৬ এর অধিনায়ক লে: কর্নেল মো: নুরুস সালেহীনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, সংসদ সদস্য ডা: মোজাম্মেল হোসেন, শেখ সারহান নাসের তন্ময়, মো: শামসুল আলম টুকু, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গ্লোরি ঝর্না সরকার, স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো: মোস্তফা কামাল প্রমুখ। নির্যাতিত জেলেদের পক্ষ থেকে জলদস্যুদের নির্যাতনের ধরন বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন জেলে তোফজ্জেল সরদার ও আত্মসমর্পণ করা জলদস্যু ডন বাহিনী প্রধান মেহেদী হাসান ডন।গত বছরের এই দিনে প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ৬টি বনদস্যু বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত'র ঘোষণা দেন।সুন্দরবন জল দস্যুমুক্ত ঘোষণার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে র্যাবের দেয়া তথ্য অনুযায়ী র্যাব অভিযানে শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৪৬ টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছে।এতে ৫৮৬ জন জলদস্যু গ্রেফতার, ১ হাজার ৭৮০ টি অস্ত্র ও ৪১ হাজার ৯৫৫ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। অভিযান করতে গিয়ে দস্যুদের সাথে গোলাগুলিতে ১৬৩ জন দুস্যু নিহত হয়েছে।২০১৬ সালের ৩১ মে থেকে ১ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের ৩২ টি বাহিনীর ৩২৮ জন জলদস্যু, ৪৬২ টি অস্ত্র ও ২২ হাজার ৫০৪ রাউন্ড গুলি দিয়ে র্যাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এছাড়াও র্যাব ৯টি জীবিত রয়েল বেঙ্গল টাইগার শাবক, ২৩ টি টাইগারের চামড়া, ২৯ টি জীবিত হরিন, ১২৯ টি হরিনের চামড়া ও বিপুল পরিমান বন্যপশু ও পাখি উদ্ধার করে অবমুক্ত করা হয়।এ অনুষ্ঠানে র্যাবের অভিযান ও সুন্দরবন নিয়ে নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের মোড়ক উন্মোচন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এসময় চিত্রনায়ক রিয়াজসহ শিল্পী ও কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতি মোহন দাসের নেতৃত্বে রাজ্যের এক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে যান। ছবি-নিজস্ব

মুমূর্ষু কিডনি রোগীর চিকিৎসা সহায়তায় এগিয়ে এলেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

ঢাকা,নভেম্বর ০১।। মুমূর্ষু এক কিডনি রোগীর চিকিৎসা সহায়তায় এগিয়ে এলেন তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ। ফেসবুকে একটি পোস্ট দেখে তথ্যমন্ত্রী মুমূর্ষু ওই রোগীকে চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুক্রবার একথা জানানো হয়।সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাতক্ষীরা সদরের আবদুল্লাহর দু'টো কিডনিই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হয় তাকে। কিছুদিন আগে অবস্থা এমন হয়েছিল যে ডায়ালাইসিস করার মতো অর্থও সংকুলান হচ্ছিল না। ফলে যন্ত্রণাময় মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল তার দিকে। এমনই সময় ফেসবুকে একটি পোস্ট দেখে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ তাকে বাঁচিয়ে তুলতে এগিয়ে আসেন।আবদুল্লাহর একমাত্র ছেলে নাজমুস সাকিবের সঙ্গে (০১৭৭৬ - ৭৮২১৩৪) যোগাযোগ করে দ্রুত অর্থ সাহায্য পাঠান ড় হাছান মাহমুদ। যোগাযোগের সময় সাকিবের মা অঝোরে কাঁদছিলেন। শুধু বলছিলেন, 'আমার স্বামীকে বাঁচান, আমার স্বামীকে বাঁচান, আমার স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ।'

সাহায্য পেয়ে দ্রুত ডায়ালাইসিসের পর আবার সুস্থ হয়ে ওঠা আবদুল্লাহকে ঘিরে ভীষণ উৎফুল্ল পরিবারটি। নাজমুস সাকিব জানান, 'আমরা তথ্যমন্ত্রী স্যারের জন্য সবসময় দোয়া করি, আল্লাহ তার মঙ্গল করুন, তিনি দীর্ঘজীবী হোন। তার দেয়া সাহায্যে আমার বাবার বেশ ক'টা ডায়ালাইসিস হয়ে যাবে।'

প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় আওয়ামীলীগে অনুপ্রবেশকারী দেড় হাজার: কাদের

,ঢাকা,নভেম্বর ০১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারীদের যে তালিকা তৈরি করেছেন, তাতে দেড় হাজার জনের মতো নাম রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

শুক্রবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সফিপুরে ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী।ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলে অনুপ্রবেশকারীদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। তাতে দেড় হাজার জনের নাম রয়েছে। আগামী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এসব অনুপ্রবেশকারী তথা বিতর্কিত ও অপকর্মকারী লোকজন যাতে আওয়ামী লীগের কোনো পর্যায়ের নেতৃত্বে না আসতে সেজন্য তালিকাটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কারাবন্দী খালেদা জিয়ার চিকিৎসার নামে বিএনপি রাজনীতি করছে : ড. রাজ্জাক

,ঢাকা,নভেম্বর ০১।। আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড় মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, 'কারাবন্দী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার নামে বিএনপি বর্তমানে রাজনীতি করছে। চিকিৎসার নামে রাজনীতি করে বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসতে চাচ্ছে। আপনাদের সেই সুযোগ দেয়া হবে না। বাংলার জনগণ সেই সুযোগ দিবে না।'

শুক্রবার দুপুরে টাঙ্গাইলের ভুঞাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ভুঞাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক মাসুদুল হক মাসুদ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুর রহমান খান ফারুক। এ সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহমান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শামসুন্নাহার চাপা, বন ও পরিবেশ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, মির্জা আজম এমপি, জোয়াহেরুল ইসলাম এমপি, স্থানীয় এমপি তারভীর হাসান ছোট মনির প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষে সর্বসম্মতিক্রমে মাসুদুল হক মাসুদকে সভাপতি ও আব্দুল হামিদ ভোলাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জোয়াহেরুল ইসলাম জোয়াহের এমপি।

কৃষিমন্ত্রী বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা খালেদা জিয়ার চিকিৎসার নামে রাজনীতি করার চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনারা সফল হবেন না। খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার কোন কমতি নেই। তাকে দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।আওয়ামী লীগ নেতা ড় রাজ্জাক বলেন, বেগম খালেদা জিয়া জামিন পাবেন কি পাবেন না, এ দায়িত্ব আমাদের না, এটা আদালতের বিষয়। আদালত যদি খালেদা জিয়াকে জামিনে মুক্ত করে দেন। তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।তিনি আরও বলেন, বিএনপির পায়ের নিচে এখন মাটি নেই। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দলটি। যদি জনগণ আপনাদের পাশে থাকতো তাহলে আপনাদের আন্দোলন সফল হতো। আপনাদের আন্দোলনে এখন আর জনগণ আসে না।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর এই সদস্য আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সারা পৃথিবী বাংলাদেশের উন্নয়নে বিষ্ময় প্রকাশ করেছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। দেশে এখন খাদ্যে কোন ঘাটতি নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে গেছেন। অপরদিকে, খালেদা জিয়া দেশ শাসনের নামে এতিমের টাকা চুরি করে খেয়েছে। বাংলাদেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে।

এছাড়া সম্মেলনে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী সংঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের গুরুতর অভিযোগ সরকারি শিক্ষকের বিরুদ্ধে

করিমগঞ্জ (অসম), ১ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্য শিক্ষা বিভাগ নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে জনৈক সরকারি সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে অভিভাবক মহলে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস। জেলা শিক্ষা অধিকারিকদর দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'স্বেচ্ছাচারী' সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবসা গ্রহণের দাবি তুলেছেন অভিভাবকরা।

অভিযোগে প্রকাশ, দক্ষিণ করিমগঞ্জ শিক্ষা ব্লকের অন্তর্গত কনকপুর এমই স্কুলের প্রধানশিক্ষক এনআরসি-র কাজে ব্যস্ত। স্কুলের ১৮৭ জন পড়ুয়ার পাঠদানের দায়িত্বে রয়েছেন মাত্র দুই সহকারী শিক্ষক। এই সুযোগে সহকারী শিক্ষক জনৈক হবিবুর রহমান ছাত্রছাত্রীদের সরকারি নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বদলে ইসলামিক শিক্ষা দিচ্ছেন। এই অভিযোগ পেয়ে অভিভাবকরা স্কুলে উপস্থিত হলে তাঁদের চোখে অনেক অনিয়ম ধরা পড়ে। তাঁরা দেখেছেন, ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে স্কুলের শৈক্ষিক পরিবেশ। বন্ধ রয়েছে মাধ্যাহ্ন ভোজনও।

এর মধ্যে নিজের মর্জিমাফিক স্কুলে আসা-যাওয়া করার অভিযোগ তাঁরা তুলেছেন শিক্ষক হবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় অভিযুক্ত শিক্ষকের নাকি উষ্ণ প্রতিক্রিয়া, 'মর্জিমাফিক স্কুল চালাব, পারলে ঠেকাও।'

দক্ষিণ করিমগঞ্জ শিক্ষা ব্লকের অধিনস্ত কনকপুর এমই স্কুলের শিক্ষক হবিবুর রহমানের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে সানীয় কতিপয় অভিভাবক কথা বলেছিলেন। উলটো অভিভাবকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে মর্জিমাফিক স্কুল চালাবেন বলে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন হবিবুরসাহেব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিভাবকদের তরফে সেলিম উদ্দিন, সাহিদ আহমদ তাপাদার, ফখরুল ইসলাম, তেরা মিয়াঁ, মানিক উদ্দিন, আব্দুল মুনিম প্রমুখের অভিযোগ, স্কুলের সহকারী শিক্ষক হবিবুর রহমান সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে প্রতিদিন সকাল ১১টায় স্কুলে হাজিরা দিয়ে আবার সাড়ে ১২টা থেকে একটার মধ্যেই চলে যান।

এছাড়া প্রায়ই স্কুলে অনুপসিত থাকেন তিনি। নাম কা-ওয়াস্তে স্কুলে আসলেও পাঠ্যবই বাদ দিয়ে ইসলামিক শিক্ষা দান করেন বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকরা। এ-সব অভিযোগ প্রাথমিক অবসায় তাদের শিশুরা বললেও তারা গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীতে তারা (অভিভাবকরা) সশরীরে স্কুলে উপসিত হয়ে অভিযোগের সত্যতা অনুধাবন করতে পেরেছেন। দেরিতে স্কুলে আসা এবং নির্ধারিত সময়ের আগে প্রস্থান করা-সহ পড়ুয়াদের ইসলামিক শিক্ষাদানের বিষয়ে হবিবুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষক রহমান রীতিমতো বচসায় জড়িয়ে পড়েন বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন একজন শিক্ষক কর্তৃক এ ধরনের আচরণে ক্ষুব্ধ অভিবাবকরা তাঁর আচরণ, লম্ফঝম্প, উচ্চৈঃস্বরে বক্তব্য ইত্যাদি মোবাইল ফোনে ধরে রেখেছেন। খুব শীঘ্রই বিষয়টি বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে, জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

এদিকে, অভিভাবকদের কাছে শিক্ষকের যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুনে বিস্মিত বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস। অভিযুক্ত শিক্ষক হবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিভাবকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবি তুলেছেন।

আগামীর আন্দোলন কোনো শক্তি দমাতে পারবে না: ড় কামাল হোসেন

,ঢাকা,নভেম্বর ০১।। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা কামাল হোসেন বলেছেন, আগামীতে সরকারবিরোধী আন্দোলন হবে 'ইতিবাচক' এবং কোনো শক্তি এই আন্দোলন দমাতে পারবে না।গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, ''জনগণ হবে ক্ষমতার মালিক। সরকার চালাবে যারা প্রকৃত অর্থে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে তারা। সকল স্তরে জেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত যারাই নির্বাচিত হবেন তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং জনগণের কাছে দায়ী থাকবেন। আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ঐক্যমত আছে। এ রকম অসাধারণ ঐক্যের মাধ্যমেই আমরা একাত্তর সালে অসম্ভবকে সম্ভব করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করতে হলে বাকিটুকু আমাদেরকে করে যেতে হবে এই সময়ের মধ্যে।স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সামনে রেখে সরকার পতনের আন্দোলনের আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই ধরনের আন্দোলনকে কেউ শক্তি দিয়ে থামাতে পারবে না, ধ্বংস করতে পারবে না।আপনারা একটা জিনিস দেখবেন, যখন জনগণের ঐক্যমত হয়েছে সেই ঐক্যমতের কাছে কোনো শক্তি দাঁড়াতে পারেনি। বন্দুক নিয়ে, কামান নিয়ে, কোনো কিছু নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বাঙ্গালি যখন ঐক্যমতে আসে সেই শক্তি হলো পৃথিবীর বড় শক্তি। সেই শক্তির কাছাকাছি অলিরেডি আমরা এসে গেছি।

আসুন, আমাদের দেশের ৫০ বছর পূর্তির আগেই জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সংগঠিত হই। আমরা এটা সবাই মিলে করি প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পাড়ায়, প্রত্যেক মহল্লায়। ইনশাল্লাহ, আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই অর্জন করব, আমাদের করতে হবে।

ঐক্য অটুট রেখেই সরকার হটানোর আশা প্রকাশ করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।তিনি বলেন, এখন যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই সরকারকে সরাতে হবে। তাদেরকে সরাতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এর কোনো বিকল্প নাই।গণতন্ত্রকে ফিরে পাওয়ার জন্য, বাংলাদেশকে ফিরে পাওয়ার জন্যে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আমরা যে ঐক্য সৃষ্টি করেছিলাম, সেই ঐক্যকে অটুট রেখে মানুষকে একতাবদ্ধ করে আমাদের সামনের দিকে এগোতে হবে এবং অবশ্যই এই দানবকে পরাজিত করতে হবে। আসুন সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করি।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে জাসদের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনা সভা হয়। ১৯৭২ সালে মেজর এমএ জলিল ও আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে জাসদ প্রতিষ্ঠা হয়। পরে জাসদ থেকে বেরিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির নেতৃত্ব দিচ্ছেন রব। এই দলটি এখন বিএনপিকে গঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক।মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশ এখন বড় সংকটে পড়েছে। অনেকে বলতে চান, এটা বিএনপির সংকট। আসলে এই সংকটটা সমগ্র জাতির সংকট, পুরো বাংলাদেশের সংকট, এটা জেএসডি কিংবা গণফোরামের সংকট নয়। আমরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করি একটা গণতান্ত্রিক মুক্ত বাংলাদেশে বাস করব, আমাদের সামনে স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, কল্যাণময় বাংলাদেশ নির্মাণ করব। আজকে প্রায় ৫০ বছর হতে চলেছে আমরা সেই বাংলাদেশ দেখতে পারছি না।আমরা অত্যন্ত বেদনা, কষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণার সঙ্গে দেখতে পারছি, মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিলো গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, ধূলিস্মাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বপ্নকে খান খান করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, আজ বাংলাদেশে ক্ষমতায় বসে আছে ওরা তো ডাকাত, জোর করে নিয়ে গেছে না? ওই ডাকাতি করে আবার আপনারা ভালো মানুষ সাজবেন- এক বছর পারবেন, দুই বছর পারবেন, দশ বছর পারবেন। বারো বছরের মাথায় যেতে হবে। থাকতে পারবেন না ক্ষমতায়। অন্যায় করে ক্ষমতায় থাকা যায় না।

জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব সরকারের উদ্দেশে বলেন,আগের দিনে কলেরা রোগীর চিকিৎসা হত না, কলেরা রোগীর মৃত্যুর সাথে সাথে কলেরা রোগীর বালিশও পুঁড়িয়ে ফেলত। আপনি যাবেন গোয়েন্দাদের কথা মতো, আপনার সাথে আপনার মরা বালিশও যাবে আমি বলে দিচ্ছি।

স্বাধীন দেশের একশ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা দল জেএসডি, ষাট বছর আমার রাজনৈতিক জীবন। আমার বাঁচার ইচ্ছা নেই, তবে আমার একটু আগ্রহ আছে। একজন বীরের মৃত্যুর আগে তাকে হত্যা করতে গেছে তখন ওরা বলতেছে যে, ওই বুঁড়ি তুই পালাস কোথায়? বুঁড়ি বলে যে, আমি পালাই না, তোদের শেষ পতনটা দেখতে চাই। আমিও কিন্তু আপনার শেষ পতনটা না দেখে আমার মৃত্যু আমি চাই না।

জেএসডির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) মোস্তফা জামাল হায়দার, কল্যাণ পার্টির সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, গণফোরামের রেজা কিবরিয়া, বিকল্পধারার অধ্যাপক নুরুল আমিন ব্যাপারী, জেএসডির আবদুল মালেক রতন, মো. সিরাজ মিয়া, তানিয়া রব, কে এম জাবির, বেলায়েত হোসেন বেলাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে বেকার ৫ কোটি ছাড়িয়েছে, বাড়ছে না কাজের ক্ষেত্র: জি এম কাদের

ঢাকা,নভেম্বর ০১।।জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, বাংলাদেশে এখন বেকারের সংখ্যা '৫ কোটি' ছাড়িয়ে গেলেও কাজের ক্ষেত্র সেভাবে 'বাড়ছে না'।জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে শুক্রবার বিকালে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় যুব সংহতির সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

জি এম কাদের বলেন, ''দেশে বেকার যুবকের সংখ্যা ৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি বছরই এই সংখ্যা বাড়ছে প্রায় ১৭ লাখ। কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বাড়ছে না। ফলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যুব সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে।মাদকের টাকা যোগাড় করতে বেকার যুবকরা অনৈতিক ও অসামাজিক এবং অপরাধমূলক কর্মকা- জড়িয়ে পড়ছে।সরকারি উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কর্মকা- থাকলেও তা 'প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়' বলেও মন্তব্য করেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান।তিনি বলেন,দেশের অর্থনীতির ভিত শক্তিশালী করতে যুবকদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান করতে হবে।শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য বড় প্রকল্প শুরু করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, মাসুদা এম রশীদ, নাজমা আক্তার।আগামী ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের আগে তাদের ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজ ও যুব সংহতির কাউন্সিল অনুষ্ঠানের কথা বললেও এ বিষয়ে এখন আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই।দুটি সংগঠনের কাউন্সিল কবে হবে, সে বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

এবার নুসরতের পাশে দাঁড়ালেন জাভেদ আখতার

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক ; নুসরতের নাম বদলে ফেলার দাবি করেছে ড ৈ ত্ত ব. প্্র দে শে ব. দারুল-উলুম-উলেমা-এ হিন্দ। এবার কট্টরপন্থীদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন নুসরত জাহান। আর তাঁর পাশে দাঁড়ালেন জাভেদ আখতার।জাভেদ আখতার টুইট করে বলেন, আমি নুসরতকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। এবার কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে গণধোলাই কারীদের বিরুদ্ধে ও দরিদ্র আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর সাহস আপনাদের আছে তো! জাভেদ আখতারের এই টুইট নুসরত শেয়ার করে ধন্যবাদ জানান। নুসরত কট্টরপন্থীদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে বলেন, "ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার জন্যই দুর্গার সামনে প্রার্থনা করেছি।এভাবেই আমি সব ধর্মের সঙ্গে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছি।" তবে মৌলবাদীদের কড়া জবাবই নয়। কট্টরপন্থীদেরও দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানান তিনি। নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে নুসরত বলেছেন, তিনি নাম পরিবর্তন করবেন কি না, সেই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার নেই দারুল-উলুম-উলেমা-এ হিন্দের।হিন্দু রীতি পালন করায় আগেও ফতোয়ার মুখে পড়তে হয়েছে নুসরত জাহানকে। বাদ গেল না দুর্গা পূজাও। অষ্টমীর সকালে তিনি অঞ্জলি দিতেই শুরু হয় মৌলানাদের ফতোয়া দেওয়ার পালা। নুসরত ইসলামের বদনাম করছেন বলে দাবি করা হয়। এমনকি নুসরতের নাম বদলেরও দাবি করা হয় উত্তরপ্রদেশের দারুল-উলুম-উলেমা-এ হিন্দের পক্ষ থেকে। সেই ফতোয়ার কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছেন নুসরত জাহান।বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদের দাবি, "ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার জন্যই দুর্গার সামনে প্রার্থনা করেছি। এভাবেই আমি সব ধর্মের সঙ্গে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছি।" শুধু তাই নয়, অভিনেত্রীর মতে, এটা উতসবের সময়, এটা হিন্দু কিংবা মুসলিমের ব্যাপার নয়। মৌলবাদীর এহেন রোষের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের পুজোতে শুভেচ্ছাও জানান।

নাম পরিবর্তনের বিষয়েও মুখ খুলেছেন নুসরত। তিনি বলেন, তাঁর নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়ার অধিকার নেই দারুল-উলুম-উলেমা-এ-হিন্দের। যাঁরা তার নাম দেননি, তাঁরা কী করে নাম পরিবর্তনের কথা বলতে পারেন, প্রশ্ন নুসরতের।উল্লেখ্য, অষ্টমীর সকালে শহরের একটি মণ্ডপে গিয়ে স্বামী নিখিল জৈনের সঙ্গে একসঙ্গে অঞ্জলি দেন নুসরত। লাল-শাড়ি পরে ঢাকের তালে নাচেনও তিনি। মুহূর্তেই সেই ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। আর তা হওয়ার পরেই মৌলবাদীদের ফতোয়ার মুখে পড়েন তৃণমূল সাংসদ। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, "একজন মুসলমান কোনও ভাবেই অন্য ধর্ম অনুসরণ করে তাঁদের দেবদেবীদের পুজো করতে পারেন না! আর যদি সেরকম কিছু করা হয়, তাহলে সেটা ঘোর ইসলাম বিরোধী। তা "হারাম" বলে গণ্য হয়।তবে নুসরত এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের ঘরে জন্মে সব কিছুর উর্দে গিয়ে নুসরত দুর্গাপুজো করেছেন, অঞ্জলি দিয়েছেন। যা ইসলামের চোখে রীতিমতো অপরাধ বলে গণ্য হয় বলেও মন্তব্য করা হয়। নুসরত ইসলাম ধর্মকে অপমান করেছেন বলে মন্তব্য করে দারুল-উলুম। এরপরেই পালটা বক্তব্য নুসরতের। যদিও ইতিমধ্যে নুসরতের পাশে দাঁড়িয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী।এর আগে নুসরত সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে যাওয়ার সময়ও একইভাবে আক্রমণের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। সেইসময়ও পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দেবশ্রী। দেওবন্দকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, "এটা পাকিস্তান নয়, এটা ভারতবর্ষ। এখানে ফতোয়া দিয়ে কোনও লাভ নেই।" আরও বলেছিলেন, "ধর্মাচারণ সবার সাংবিধানিক অধিকার। ওনার যা মনে হয়েছে, সেটা বলেছেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু যাঁরা নুসরতকে ফতোয়া দিচ্ছেন, তাঁদের বুঝতে হবে ফতোয়া বন্ধ করার সময় এসেছে। যিনি সংসদে দাঁড়িয়ে সংবিধান মেনে শপথ নিচ্ছেন, তাঁকে ফতোয়া দেওয়ার জন্য যা ব্যবস্থা নেওয়ার, উপযুক্ত জায়গা থেকে নিশ্চয়ই নেওয়া হবে।"

জমল না টাকের গল্প, মন ভরাতে ব্যর্থ "উজড়া চমন"

বিশাখা পাল: মুক্তির আগে থেকেই বিতর্কে "উজড়া চমন"। কারণ ব্যাক টু ব্যাক মুক্তি পাচ্ছে তিনটে ইন্দ্রলুপ্তের ছবি। প্রথমটা "উজড়া চমন", পরের দু"টি "বালা" ও "টেকো"। প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তু একই- টাক। এই তিনটি ছবির মধ্যে প্রথম মুক্তি পেল "উজড়া চমন"। তাই এই নিয়ে কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। কিন্তু পরিচালক অভিষেক পাঠক সেই কৌতূহল নিরসন করতে পারলেন কই? যতটা আশা করা হয়েছিল, ঠিক ততটাই হতাশ করল "উজড়া চমন"। গোটা ছবিটাই যেন টেনেটুনে বাড়ানো।টেকো হওয়া একটা বড়সড় সমস্যা। মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত থাকলে কোনও মেয়ে ঘুরেও তাকায় না। বয়সকালে না হয় টাক পড়ে যাওয়া এক ব্যাপার। বিয়ে হয়ে গেলেও নয় কথা ছিল। কিন্তু ৩০ বছরের এক যুবকের পক্ষে স্রেফ টাকের জন্য বিয়ে আটকে যাওয়া যথেষ্ট যন্ত্রণার। চমনের গল্প কিছুটা তেমনই। হয়েছে হাজার চেষ্টা করেও পাত্রী তার জোটে না। টাকের জন্য পদে পদে অপদস্থ হতে হয় তাকে। সরকারি কলেজের প্রফেসরের চাকরি তাকে সুবিধা দিতে পারে না। কপালে একটা প্রেমও জোটে না তার। যাদেরই পছন্দ হয়, তারাই টাকের জন্য সরে যায় চমনের থেকে। ইন্দ্রলুপ্ত নিয়ে চমনের এই সমস্যা দিনদিন বাড়তে থাকে। কিন্তু কলেজেরই এক ছাত্রী চমনকে সবুজ সংকেত দেয়। প্রেম জমে ক্ষীর।

কিন্তু এ আর কতদিন? একসময় হয় পর্দাফাঁস। চমনকে ফাঁসিয়ে প্রশ্নপত্র নিয়ে চম্পট দেয় সে।মোটামুটি ছবির প্রথমার্ধটা এসব থোড় বড়ি খাড়া করতে গিয়েই কেটে যায়। এত ধীর গতিতে প্রথম এক ঘণ্টা গড়িয়েছে, তাতে যে কেউ আগ্রহ হারাতে পারে। ছবির দ্বিতীয়ার্ধও তথৈবচ। এখানেই প্রবেশ ঘটেছে ছবির নায়িকা মানবী গাগরুর। তিনি ভাল অভিনেত্রী। কিন্তু এখানে তাঁর সত্যিই কিছু করার ছিল না। গল্পটাই বড় দুর্বল। গোদের উপর বিষফোড়া হল ছবির সংলাপ। "ভার্জিন" বা "টেস্টোস্টেরন" বোঝানোর সংলাপগুলি যেন জোর করে হাসানোর চেষ্টা। পরিচালক মনেপ্রাণে একটি কমেজি ছবি বানাতে চাইলেও কমেডিটারই যেন অভাব বড বেশি করে চোখে পড়ে। যদিও ছবির মধ্যে একটি মেসেজও আছে। চেহারা দেখে কখনও প্রেমে পড়তে নেই। ভিতরের সৌন্দর্যটাই আসল। কিন্তু এই চিরাচরিত ধারণাটিও দর্শকদের মনে দাগ কাটতে পারেনি চিত্রনাট্যের খামতির জন্য। চোখে জল আনার কিছু সুযোগ ছিল। পরিচালক সেই জায়গাগুলোয় সমীকরণ মেলানোর চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু দর্শকের মনে দাগ কাটতে তিনি অসমর্থ।ছবির নায়ক সানি সিংয়ের অভিনয় অত্যন্ত দুর্বল। চরিত্রের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারেননি তিনি। "পেয়ার কা পঞ্চনামা ২" বা "সোনু কি টিট্টু কি সুইটি"তে তিনি যেমন, এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়। সৌরভ শুক্লা তো অভিনয় দেখানোর জায়গাই পেলেন না। পরিচালক অভিষেক পাঠককে আরও পরিণত হতে হবে। ওয়ানলাইনার হিসেবে "উজড়া চমন" ছবির গল্পটা মন্দ নয়। কিন্তু চিত্রনাট্যের বাঁধুনি, পরিচালকের দুর্বলতা আর অভিনয়ের ঘাটতিতেই ডুবে গেল ইন্দ্রলুপ্তের কাহিনি।

হ্যালোইনের দিন বলি আইকনদের বেছে নয়া চমক সোনম কাপুরের

যিনি বলেছিলেন রূপকথার ঘটনা কখনও সত্যি হয় না তিনি কখনও সেটা দেখেননি। কারণ রূপকথার মতো বাস্তবেও অনেক সুন্দর সম্পর্ক আমাদের আশেপাশেই রয়েছে। সেই রূপকথারই একজন হলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজা। বলিউডের অন্যতম ফ্যাশনেবল নায়িকাদের নাম বলতে সবার আগে সোনমের কথাই মাথায় আসে। অভিনেত্রীর বাইরে তাকে অনেকে ফ্যাশন আইকনও বলে থাকে। তার ফ্যাশন স্টেটমেন্টে কাবু আট থেকে অষ্টাদশী।সোশ্যাল মিডিয়ায় দৌলতে মাঝেমধ্যেই দুজনকেই খবরের শিরোনামে দেখা যায়। নিজেদের ব্যক্তিগত ছবি মাঝেমধ্যেই নিজেদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে শেয়ার করেন দুজনেও।

প্রত্যেকটা দিন কীভাবে স্মরণীয় করে রাখতে হয় তা ভালই জানেন সোনম এবং আনন্দ। সম্প্রতি হ্যালোইন উদযাপনের স্মরণে দুজনেই বলিউডের আইকনিক ডিভাকে স্মরণ করে সেজেছিলেন। "মুঘল-ই-আজম"-এর সেলিম সেজেছিলেন আনন্দ এবং আনারকলি সেজেছিলেন সোনম।সোনম হাউজ অব মাসাবা ক্রিয়েশনে খুব সুন্দর করে সেজেছিল। পুরো সাজটার মধ্যেই ছিল অভিনবত্বের ছোঁয়া। অপরদিকে আনন্দকে জ্যাকার্ড কমলা রঙের কুর্তায় সেলিমের বেশেও দারুণ মানিয়েছিল। এই দুই লাভ বার্ডস নিজেদের এই ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে। যা মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় নেটদুনিয়ায়। ছবির ক্যাপশনটিও ছিল বেশ নজরকাড়া। যেখানে লেখা ছিল, "প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া"। হ্যালোইনের এই দিন বেশিরভাগ লোকেরাই হলিউডের চরিত্র বেছে নেন। সেক্ষেত্রে সোনম বলিউড আইকনদের বেছে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

ব্রহ্মাস্ত্র তেই আবার দেখা যাবে কিং খান কে

জিরোর পর আর বড়ো পর্দায় দেখা যায়নি কিং খান কে। বক্স অফিস হোক বা ক্রিটিক দের কাছে, সেরকম সাড়া পায়নি জিরো।তারপর তার অবসর নাওয়ার কোথাও শোনা যাচ্ছিল যাতে হতাশ হয়ে পড়ে ভক্তরা। কিন্তু আবারও বড় পর্দায় দেখা দিতে চলেছেন কিং খান। অয়ন মুখোপাধ্যায় এর পরবর্তী ছবি ব্রমহাস্ত্র তে দেখা যাবে কিং খান কে।অয়ন মুখোপাধ্যায় এর পরবর্তী এই ছবিতে যেমন দেখা যাবে বড় বড় তারকাদের একসাথে, যেমন আলিয়া ভট, রণবীর কাপুর, বিগ বি কে তেমন পৌরাণিক প্লটের ওপর তৈরি এটি হতে চলেছে একটি বিগ বাজেট ফিল্ম। তবে শাহরুখ খানের এই ছবিতে কাজ করার কথা এর আগে সামনে আসেনি। জানা যাচ্ছে ছবির শুটিং এর জন্য সময়ও দিয়ে দেন কিং খান এবং কিং খানের জন্মদিনের দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কথা ঘোষণা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

শাহরুখের মুখে যেন প্রসেনজিতের সংলাপের সুর

নিউজপোল ডেস্ক: বহুচর্চিত সিনেমা অটোগ্রাফ এর নায়ক প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের সংলাপ ছিল "আমিই ইন্ডাস্ট্রি।" কিছুটা এমন সুরেই বলতে শোনা গেল শাহরুখ খানকে। সম্প্রতি টুইটারে এমনই মন্তব্য করলেন তিনি।লেবরা প্রায়শই তাঁদের ভক্তদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখেন। সেখানে করে ফেলেন এমন কিছু মন্তব্য, যা হয়ে ওঠে চর্চার বিষয়। এমনই এক প্রশ্নোত্তরের পর্বের আয়োজন করেছিলেন কিং খান তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে। সেখানে ভক্তদের নানান প্রশ্নের মজাদার জবাব দিচ্ছিলেন তিনি। সেখানে এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, "অনেকদিন আপনাকে বলিউডের কোনও সিনেমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন? আপনি দূরে চলে গেছেন। আপনাকে মিস্ করছি।" রসিকতার সুরে শাহরুখ জবাব দেন, "আমি নিজেই বলিউড ইন্ডাস্ট্রি"। কিং খান তার ভক্তদের কাছে বরাবর পরিচিত বুদ্ধিমান এবং রসিক নায়ক হিসেবে।ইটারে কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, "শুনলাম আপনি ধুম-৪ করছেন, কী ভাবছেন?" কিং খানের উত্তর, তিনিও শুধুই শুনেছেন, ওই বিষয়ে কোনও খবর পেলে যেন ওই ভক্ত কিং খানকে জানান। তামিল সিনেমা পরিচালনা করবেন? শাহরুখের জবাব, "নিশ্চয়ই! আমার ভাষার ওপর দখল ভীষণ ভাল!"প্রসঙ্গত, কিং খানের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা জিরো তেমনভাবে দর্শকদের মন কাড়তে পারেনি।সিনেমা জগতে তার উত্থান-পতনের সাক্ষী তার ভক্তরা। তাই তাদের খুশি করার জন্য কিং খান একটুও সুযোগ ছেড়ে দেন না। টুইটারের প্রশ্ন-উত্তর পর্বেও এর অন্যথা করেননি। তিনি সব ভক্তদের কৌতূহল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং রসিকতার সুরেই মিটিয়েছেন।

সৃজিতের "ভিঞ্চিদা"-র তামিল রিমেক

বাংলায় ব্লক বাস্টার হওয়ার পর এবার দক্ষিণে রিমেক হতে চলেছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের থ্রিলার "ভিঞ্চিদা"। তবে এই প্রথমবার নয় যে সৃজিতের ছবির স্বত্ত্ব বিক্রি হয়েছে। "হেমলক সোসাইটি"-র স্বত্ত্ব কেনা হয়েছিল মারাঠি ছবির জন্য, "অটোগ্রাফ"-এর মালয়ালম ছবির জন্য। এবার সেই তালিকাতেই যুক্ত হল ভিঞ্চিদা" ।দক্ষিণী সিনেমার বহুল রিমেক তৈরি হয় টলিউডে। সেখানে বাংলা ছবির স্বত্ত্ব দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রি কিনছেন এটা নিঃসন্দেহে ভাল খবর। "ভিঞ্চিদা"-র প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফের থেকে রাইটস কিনেছে ক্রিয়েটিভ এন্টারটেনার্স অ্যান্ড প্রোডিউসার্স। তবে তামিলে এই ছবিতে কারা অভিনয় করবেন তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।চলতি বছরে সৃজিতের এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ঋত্বিক চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ, সোহিনী সরকারের মতো অভিনেতারা। শোনা যাচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, জানুয়ারীতেই শুরু হবে ছবির শুটিং। তামিলে এই ছবির পরিচালনা করবেন জি ধনঞ্জয়। ক্যামেরার দায়িত্ব সামলাবেন বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার নটরাজন।"ভিঞ্চিদা"-র গল্পটা প্রতিশোধের। ভিঞ্চি নয়, এই গল্প একজন মাস্ক আর্টিস্টের।

মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন প্রিয়াঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর মধুমেহ রোগ ধরা পড়ে। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত মধুমেহ রোগের চিকিতসা করাচ্ছেন নিক। মার্কিন পপ তারকা যতই মধুমেহ রোগের জন্য চিকিতসা করান কিংবা নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া করুন না কেন, তাঁর জন্য স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার চিন্তা কিন্তু কমে না। সেই কারণেই বিয়ের পর প্রথম দিকে ভয়ের চোটে মাঝ রাতে উঠে পড়তেন প্রিয়াঙ্কা।মাঝ রাতে উঠে ঘুমন্ত নিককে ভাল করে দেখে, তবেই ফের ঘুমোতেন বলে জানান পিগি। সম্প্রতি "দ্য স্কাই ইস পিঙ্ক"-এর প্রমোশনে হাজির হন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেখানেই তিনি নিকের মধুমেহ রোগের কথা জানান।পিগি বলেন, বিয়ের পর প্রথমে বুঝতে পারতেন না, কী করা উচিত তাঁর। সেই কারণে প্রায়শই ঘুমের মাঝখানে উঠে পড়তেন। নিকের শরীর খারাপ করল না তো, সেই সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই তিনি ফের ঘুমোতে যেতেন বলেও জানান মার্কিন পপ তারকার ঘরণী।

বাবা-মেয়েতে এবার বম্বে গার্ল

বাবা-মেয়েতে এবার বম্বে গার্ল। চমক দিয়েই বনি কাপুরের কন্যা জাহ্নবী কাপুর বলিউডে পা রেখেছিলেন। আর তার পর থেকে নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছে জাহ্নবী কাপুর। জানা গিয়েছে জাহ্নবী এবার তার বাবা বনি কাপুরের প্রযোজনায় একটি ছবি করতে চলেছেন। সেই ছবির নাম বম্বে গার্ল। সব কিছু ঠিক থাকলে পরের বছর জানুয়ারিতে এই ছবির শ্যুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, ছবিটিতে জাহ্নবীর চরিত্রটি তাঁর বাকি চরিত্রের থেকে একেবারেই আলাদা। বনি কাপুর ছাড়াও এই ছবির প্রযোজনায় রয়েছেন মহাবীর জৈন।ছবিটি পরিচালনা করছেন, খ্যাতনামা স্ট্রাইকার সঞ্জয় ত্রিপাঠি। ছবিটির বিষয়ে বনি কাপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বনি জানান, 'ছবি নিয়ে আমি বেশ এক্সাইটেড। আর একটা জিনিস দর্শকদের বলতে পারি। ছবিটি এক বার দেখার পর আর ভুলতে পারবেন না।' যদিও ছবিটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করতে এখনই নারাজ বনি, তবুও শোনা যাচ্ছে, এক নিউ-এজ টিনেজারকে নিয়েই গল্প বলবে এই ছবি। জাহ্নবী এখন তার পরবর্তী ছবি "রুহি আফজা" নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

শ্যুটিং শুরু হল সলমানের "রাধে"-এর ! প্রকাশ্যে এলেন সিনেমার স্টারকাস্টেরা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: নিজের কথার দাম রয়েছে সলমান খানের। ইদে আগামী বছর মুক্তি পাবে "রাধে" সিনেমা। তাঁর শ্যুটিং এদিন শুরু করবেন বলে জানিয়েছিলেন সলমান। সেইমতো এই সিনেমার কাজ শুরু করলেন সলমান। তাঁর পাশাপাশি "রাধে" সিনেমার স্টারকাস্ট প্রকাশ্যে এনেছেন ভাইজান। এই সিনেমাতে ফের একবার সলমানের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দিশা পাটানি "ভারত" সিনেমার পর ফের একবার দেখা যাবে দু"জনকে একসঙ্গে। সূত্রের খবর, এই সিনেমাতে দিশার নাম হতে পারে রাধা।তবে শুধু দিশা নয় ফের একবার জ্যাকি শ্রফের সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন সলমান খান। আর এই সিনেমাতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে রণদীপ হুডাকে। এদিন মুম্বইয়ের লোখানওয়ালাতে শুরু হয়েছে "রাধে" সিনেমার শ্যুটিং। গোটা মাস চলবে এই সিনেমার শ্যুটিং। সূত্রের খবর, একটি কোরিয়ান সিনেমার হিন্দি রিমেক হিসাবে আসতে চলেছে "রাধে"। তবে এই সিনেমা পুরোটাই অ্যাকশন ধর্মী হবে সেটা সলমান আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।এই সিনেমার প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন অতুল অগ্নিহোত্রী। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন প্রভুদেবা। এই সিনেমার শ্যুটিং শেষ করেই সলমানকে দেখা যাবে "দাবাং-৩" প্রমোশন করতে। আগামী ২০ শে ডিসেম্বর মুক্তি পাবে "দাবাং-৩"। এদিকে আগামী বছর অর্থাত ২০২০ ইদে সলমানের "রাধে" সিনেমার সঙ্গে মুক্তি পাবে অক্ষয়ের "লক্ষী বোম্ব"। এই সিনেমাতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করবেন কিয়ারা আডবানি।

অনিজ বাজমীর পরবর্তী ছবিতে জুটি বাঁধছেন সারা-ভিকি

মহানগর ওয়েবডেস্ক: খুব শীঘ্রই বলিউডে আরও একটি নতুন জুটি দেখতে চলেছেন দর্শকরা। পরিচালক অনিজ বাজমীর কমেডি ছবিতে দেখা যাবে সারা আলি খান এবং ভিকি কৌশলকে। অনিজ তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে নতুন মুখের সন্ধান করছিলেন এবং এর জন্য তিনি সারা-কার্তিককে বেছে নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, ছবিটির জন্য ভিকি রাজি হয়ে গেছেন। অন্যদিকে, সারাও ছবির স্ক্রিপ্ট পছন্দ করেছেন।

প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন একতা কাপুর।সূত্রের খবর, একতা সারার সঙ্গে কাজ করতে চান এবং আগে থেকেই অনেক কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন। তাছাড়াও মা অমৃতা সিংয়ের প্রথম পছন্দ ছিল একতাকে। একতার প্রযোজনায় "কেদারনাথ" দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেছিলেন সারা। তবে ডেবিউয়ের সময় অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল ছবিটিকে। আগামী বছরে ভিকি-সারার এই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে।অন্যদিকে, অভিনেত্রী ব্যস্ত রয়েছেন "কুলি নম্বর অয়ান"-এর শ্যুটিংয়ে। বরুণের সঙ্গে দেখা যাবে তাঁকে। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ডেভিড ধাওয়ান। পাশপাশি ইমতিয়াজ আলির "আজ কাল" ছবিতেও দেখা যাবে এই সুন্দরীকে। বিপরীতে রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান। এদিকে, ভিকিকে দেখা যাবে "ভূত: পার্ট ওয়ান"-এ, করণের "তখত" এবং সুজিত সরকারের "উদাম সিং"-এ।

রাজ্য ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনারের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

কোচবিহারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ঘর

কোচবিহার, ১ নভেম্বর (হি. স.) : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল ঘর। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহাররে সুভাষপল্লি এলাকায়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে এলাকার স্বপনকুমার বণিকের বাড়ির একটি ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। পরিবারের লোকেদের চিৎকারে সেখানে জড়ো হন স্থানীয়রা। তাঁরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বপনবাবু বলেন, 'ওই ঘরে কেউ ছিল না। কীভাবে এই ঘটনা ঘটন বুঝতে পারছি না। এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।' দমকলের প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

৩ নম্বর টার্মিনালে বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ ! আতঙ্ক দিল্লি বিমানবন্দরে

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): সন্দেহজনক ব্যাগকে ঘিরে তীব্র আতঙ্ক ছড়াল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। শুক্রবার ভোররাতে দাবিহীন একটি ব্যাগ দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকতে দেখা যায় দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালের ৪ নম্বর থামের কাছে বেঞ্চের নীচে। এরপরই দিল্লি বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালে আঁটোসাঁটো করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সন্দেহজনক ব্যাগের ভিতরে কি রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই ব্যাগের ভিতরে বিস্ফোরক রয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোরে দিল্লি বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই ব্যাগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, মনে করা হচ্ছে ব্যাগের ভিতরে বিস্ফোরক রয়েছে। ফরেনসিক পরীক্ষার পরেই জানা যাবে সেগুলি বিস্ফোরক কি না। প্রাথমিক পরীক্ষার পর মনে করা হচ্ছে, ব্যাগে থাকা বিস্ফোরকটি আরডিএক্স। তবে ঠিক কী ধরণের আরডিএক্স, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ব্যাগটিকে ইতিমধ্যেই কুলিং পিট-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের রাখা হবে ওই বিস্ফোরক। তার পরই বলা যাবে সেটি ঠিক কী ধরনের। তবে বিস্ফোরকটি ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)-ও হতে পারে বলে ধারণা তদন্তকারীদের।

দিল্লি পুলিশের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ বিমানবন্দর থানায় ফোন করে সন্দেহজনক ওই ব্যাগ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পরে ওই ব্যাগটিকে কুলিং পিটএ নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিটেকশন ও বম্ব স্কোয়াডকে। নিরাপত্তাজনিত কারণে বিমানবন্দরে ঢোকা ও বেরনোর রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় গোটা বিমানবন্দর। আশপাশ খালি করেও দেওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে যাত্রীদের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায়। বহু যাত্রীকে দীর্ঘ সময় বিমানবন্দর থেকে বেরতে দেওয়া হয়নি। বিমানবন্দরের বাইরে বেরনোর জন্য টার্মিনালও ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। টার্মিনাল ৩-এর বাইরের রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সাময়িকের জন্য কর্মবিরতি প্রত্যাহার তামিলনাড়ুর চিকিৎসকদের, সরকারের কাছে বিশেষ আর্জি

চেন্নাই, ১ নভেম্বর (হি.স.): সাময়িকের জন্য হলেও, খানিকটা স্বস্তি পেলেন তামিলনাড়ুর বিভিন্ন হাসপাতালে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। সাময়িকের জন্য অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেন তামিলনাড়ুর সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। শুক্রবার সকালে চিকিৎসকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এমনই জানানো হয়েছে। সাময়িকের জন্য কর্মবিরতি প্রত্যাহার প্রসঙ্গে ডক্টরস ফর সোশ্যাল ইকুয়ালিটি ফোরামের পক্ষ থেকে চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''সাময়িকের জন্য কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেশন অফ গভর্মেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন। সরকারের কাছে আমার আর্জি, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলুন এবং তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণের চেষ্টা করুন, কারণ প্রতিটি দাবিই জনকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত।''

বেতন বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত চিকিৎসক নিয়োগের দাবিতে গত ৭ দিন ধরে কাজে যোগ দেননি তামিলনাড়ুর সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কেবল মাত্র জরুরি বিভাগে কাজ হয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। সাধারণ মানুষই সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে থাকেন। অর্থবান হলে মানুষ এখন বেসরকারি হাসপাতাল পছন্দ করেন। সরকারি হাসপাতালে কম খরচে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য দূর দূর থেকে বহু রোগী হাসপাতালে গিয়েও চিকিৎসা পাননি। এমতাবস্থায় সাময়িকের জন্য অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেন তামিলনাড়ুর সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

ফের সস্তা পেট্রোল ডিজেল

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত হ্রাসের ফলে তেল বিপণন সংস্থাগুলি (ওএমসি) পেট্রল ও ডিজেলের দাম কমিয়েছে। শুক্রবার তেল সংস্থাগুলি পেট্রোলের দাম ছয় পয়সা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে পাঁচ পয়সা কমিয়েছে। ওএমসিরা দিল্লি ও কলকাতায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৬ পয়সা এবং লিটারে ২ পয়সা কমিয়েছে। একই সঙ্গে মুম্বই ও চেন্নাইয়ের পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে তিন পয়সা হ্রাস পেয়েছে। এর সাথে দিল্লী এবং চেন্নাইয়ে যথাক্রমে ডিজেল ৫ পয়সা এবং ৩ পয়সা কমেছে। মুম্বই ও কলকাতায় ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে দুই পয়সা কমেছে।।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে রাজধানী দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রল প্রতি লিটারে যথাক্রমে ৭২.৮৬ টাকা, ৭৮.৫১ টাকা, ৭৫.৬৯ টাকা এবং ৭৫.৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চারটি মহানগরে ডিজেল যথাক্রমে ৬৫.৮০টাকা , ৬৮.৯৯ টাকা, ৬৯.৫২ এবং ৬৮.১৯ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

আগামী ২৪ ঘন্টায় অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ''মহা'', লাক্ষাদ্বীপ-সহ দক্ষিণী রাজ্যে বৃষ্টির সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): দ্রুত বেগে ধেয়ে আসছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ''মহা''! শক্তি বাড়িয়ে আগামী ২৪ ঘন্টায় পূর্ব-মধ্য আরব সাগরের উপর অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ''মহা''। ''মহা''-র তাণ্ডবে লাক্ষাদ্বীপ-সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে লাক্ষাদ্বীপ। এছাড়াও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে কেরল, কর্ণাটক উপকূল এবং দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (এইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় পূর্ব-মধ্য আরব সাগরের উপর অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ''মহা''। ''মহা''-র তাণ্ডবে আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে লাক্ষাদ্বীপ। এছাড়াও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে কেরল, কর্ণাটক উপকূল এবং দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে। ইতিমধ্যেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গিয়েছে লাক্ষাদ্বীপে। চলতি বছরের চতুর্থ ঘূর্ণিঝড় হল-''মহা''।

জম্মু-কাশ্মীরে জামিয়া মসজিদে টানা ১২টি শুক্রবার নমাজ পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা

শ্রীনগর, ১ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার জম্মু-কাশ্মীরে জামিয়া মসজিদে জুম্মাবারের নমাজ পাঠের অনুমতি পাওয়া গেল না। জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত রাজ্য ঘোষণার আগে থেকে এদিন পর্যন্ত ১২টি শুক্রবার জামিয়া মসজিদে নামাজ পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। গত ৫ আগস্ট জম্মু কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করার পর থেকে এই মসজিদে নমাজ পাঠের ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। এদিনও প্রশাসনের তরফে জামিয়া মসজিদের সামনে নমাজ পাঠে একজোট হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের সন্ত্রাস ও হিংসার বাতাবরণের আশঙ্কায় জামিয়া মসজিদ সহ বেশ কয়েকটি মসজিদে জুম্মাবার অর্থাৎ শুক্রবারের নমাজ পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি কাশ্মীর ঘাঁটি কয়েকটি স্থানে আংশিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ওই এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রশাসনের তরফে রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল, এলাকার এবং পাড়ার মসজিদগুলোতে নামাজ পাঠের জন্য। শ্রীনগর তথা পার্শবর্তী জামিয়া মসজিদ এর পার্শবর্তী এলাকায় হিংসাপ্রবণ থাকার কারণে প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের বিধিনিষেধ জারি করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, উপত্যকায় শান্তি পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে উপত্যকার হিংসার ঘটনা নেই বললেই চলে। বর্তমানে এখানকার আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর দক্ষিণ-কাশ্মীর সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আংশিক বিধিনিষেধ জারি করা রয়েছে। কিন্তু এর মাঝেই সন্ধ্যের দিকে শান্তিপূর্ণ অবস্থা থাকলে তবে আংশিকভাবে বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। এদিন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই সমস্ত এলাকায় অপর বিশেষ নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। জম্মু-কাশ্মীরে এখনও পর্যন্ত মোবাইলে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা থাকলেও কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ল্যান্ডলাইন ফোনের মাধ্যমে পরিষেবা এবং মোবাইল পোস্টপেইড পরিষেবা চালু রয়েছে।

করিমগঞ্জের সাদারাশি পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সীমানা দেওয়াল নির্মাণের তদন্ত নির্দেশ

করিমগঞ্জ (করিমগঞ্জ), ১ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের সাদারাশি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) কার্যালয়ের সীমানা দেওয়ালের নির্মাণকাজকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে জটিল পরিস্থিতির। জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অধীনে নির্মীয়মাণ সীমানা দেওয়ালের নির্মাণকাজের তদন্ত করে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে উত্তর-করিমগঞ্জের বিডিওকে নির্দেশ দিয়েছেন করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সিইও অমলেন্দু রায়। সিইও-র এই নির্দেশের কপি হাতে পেয়ে তিনদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জিপি কার্যালয়ের সীমানা দেওয়ালের নির্মাণকাজের তদন্ত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বিডিও সামসুল আলম চৌধুরী।

অন্যদিকে তাঁদের অন্ধকারে রেখে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সম্মুখবর্তী দেওয়াল নির্মাণের কাজ শুরু করায় পঞ্চায়েত সভাপতি হৃষিকেশ দাস ও সচিব রিপন শর্মার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন জিপি-র ওয়ার্ড সদস্যরা। সভাপতিকে বাইরে রেখে দফায় দফায় বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন তাঁরা। সভাপতির বিরুদ্ধ ওয়ার্ড সদসরা গোপনে কী শলাপরামর্শ করছেন তা অবশ্য জানা যায়নি। উল্লেখ্য সাদারাশি জিপি কার্যালয়ের সীমানা দেওয়াল নির্মাণের নামে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত টাকা থেকে জিপি সচিব রিপন শর্মা ও সভাপতি হৃষিকেশ দাস ৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা রিলিজ করেছিলেন। কাজের গুণগত মানের প্রশ্ন তুলে সাদারাশি জিপি-র একাংশ ওয়ার্ড সদস্য-সহ এলাকার বহুসংখ্যক জনতা সচিবের বিরুদ্ধে জেলা পরিষদের সিইও অমলেন্দু রায়ের কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন গত বুধবার। স্মারকপত্র জিপি-র জনগণ লিখেছিলেন, সাদারাশি এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তার কাজকে পাত্তা না দিয়ে জিপি সচিব রিপন শর্মা জিপি কার্যালয়ের দেওয়াল নির্মাণের নামে এই অর্থ মঞ্জুর করে রিলিজ করেছিলেন।

স্মারকপত্রে তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন, জিপি কার্যালয়ের সরকারি ভূমির সঠিক জরিপ না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে তিন ইঞ্চির দেওয়াল নির্মাণ করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এছাড়া জিপি-র প্রতিটি ওয়ার্ডের বরাদ্দকৃত কাজ থেকে ৩০ শতাংশ কর্তন করে টাকা প্রদান করছেন সচিব রিপন শর্মা। যদিও সরকারি গাইডলাইন জিএসটি সর্বাধিক ১৮ শতাংশ কর্তন করার কথা। জনসাধারণের পক্ষ থেকে সচিবকে কোনও প্রশ্ন করলে নাকি তিনি মামলা করার ভীতি দেখান। তাই সাদারাশি জিপিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সচিব রিপন শর্মাকে অন্যত্র বদলি করতে সিইও অমলেন্দু রায়কে অনুরোধ জানান সাদারাশির একাংশ।

এদিকে সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত টাকা থেকে সরাসরি ৩০ শতাংশ কর্তন করা নিয়ে জিপি-র জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জিপি কার্যালয়ের সীমানা দেওয়াল নির্মাণের নামে সভাপতির সহযোগে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করার চক্রান্ত চলছে বলে স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছেন জনগণ।

অন্যদিকে, এই স্মারকপত্রের প্রতিলিপি তাঁরা দিয়েছেন উত্তর-করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাসকে। স্মারকপত্রের বক্তব্য দেখে মিশন বলেছেন, সাদারাশি জিপি-র চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অধীনে চলমান কাজের সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার। এ-ব্যাপারে তিনি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ফের রাষ্ট্রসঙ্ঘে ধাক্কা খেল পাকিস্তান

রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ১ নভেম্বর (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিশেষ মর্যাদার পরিবর্তন এবং রাজ্যকে বিভক্ত করার নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের চেষ্টার আর একবার ধাক্কা খেলো। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে ফের আরেকবার তাদের অবস্থান বুঝিয়ে দিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতারেস ফের জানিয়েছেন, ভারত এবং পাকিস্তানের কাশ্মীর বিষয়ক সমস্যা নিজস্ব এবং কাশ্মীর সমস্যায় মানবাধিকারের সম্মান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ও ৩৫ ধারা বিলোপের পর জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত রাজ্য এবং লাদাখকেও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে ঘোষণা করা হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপপ্রবক্তা ফারহান হক বলেন, কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব তাঁর বার্তা জানিয়েছেন। তিনি ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বার্তা দিয়েছেন। তিনি এর আগেই ভারত এবং পাকিস্তানকে নিজেদের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বার্তা দিয়েছিলেন।

এর আগেও মানবাধিকারের পুরো সম্মান করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে বলে জানিয়েছিল।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যুকে সামনে রেখে বারবার আন্তর্জাতিক ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাষ্ট্রসংঘে এ বিষয়ে উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভারত সে সময় কাশ্মীর ইস্যুকে নিজস্ব বলে স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

সংখ্যালঘুদের গরিব ক্রিমিনাল অশিক্ষিত করে রেখেছেন দিদিমণি ঃ দিলীপ

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি.স): কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নিহতদের নিয়ে চাপান উতরের মধ্যেই তৃণমূলকে লক্ষ্য করে ফের আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগ তুললেন তিনি। শুক্রবার সকালে বিরাটিতে ''চায়ে পে চর্চা'' কর্মসূচিতে এই অভিযোগ করেন তিনি। দিলীপ ঘোষের মতে, সংখ্যালঘুদের গরিব, ক্রিমিনাল অশিক্ষিত করে রেখেছেন দিদিমণি।

দিলীপ ঘোষ বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে রোজ লোক মারা যাচ্ছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে প্রায় ২০০ জন রাজনৈতিক হিংসায় মারা গেছেন। তারা বাঙালি ছিলেন না ? তখন দিদিমণির চোখে জল নেই। বুকে ব্যথা দেখিনি। কাশ্মীরে মৃত শ্রমিকরা যেহেতু সংখ্যালঘু। তাই সংখ্যালঘু কার্ড খেলতে চাইছেন। এই সংখ্যালঘুদের গরিব, ক্রিমিনাল অশিক্ষিত করে রেখেছেন দিদিমণি। তাই প্রাণ হাতে করে কাশ্মীরে যেতে হচ্ছে তাদের। তাদেরকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিন, কেউ মারা যাবে না। কাশ্মীরে শুধু এই ৫ জন নয়, ৪২,০০০ লোক মারা গিয়েছে। তখন দিদি কোথায় ছিলেন ? আজকে আমরা ঠান্ডা করেছি। সব শান্ত হবে। দিদিমণি খালি বাংলার কথাটা ভাবুন।'

কাশ্মীরে ৫ শ্রমিকের মৃত্যুর দায় কেন্দ্রের ঘাড়েই চাপিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে বলে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তও দাবি করেছিলেন তিনি। পালটা বিজেপির তরফে দাবি করা হয়, কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে সব রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র।

বৃহস্পতিবার পোস্তায় এক জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে বিজেপিকে নাম না করে ''শকুন'' বলে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালে চাঁচাছোলা ভাষায় তার জবাব দেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও এমন অনেক ভালভাল কথা বলেছেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে বলেছেন, মোদীকে প্রধানমন্ত্রী মানি না। মোদী কোন হরিদাস পাল। অমিত শাহ গুন্ডা। আর ভগবানের এমনই খেলা যে এখন পায়ে ধরতে হচ্ছে। দেখা করার জন্য বাড়ির সামনে ধরনা দিতে হচ্ছে। জনসমর্থন চলে গিয়েছে বুঝে হতাশা থেকে এসব বলছেন তিনি।'

বৃহস্পতিবার পোস্তায় এক জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''এখন আর ডাক্তারবাবুদের ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার দরকার পড়ে না। বিজেপিই তাদের সমর্থক বলে ঘোষণা করে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। শকুনি জানেন তো ? ওঁৎ পেতে বসে থাকে। কখন কে মরবে, আর খাবে। কেউ বোমে মারা গেল, কেউ ব্যক্তিগত শত্রুতায় মারা গেল, সবাইকে বলে দিচ্ছে বিজেপি সমর্থক। মিথ্যে কথা ছাড়া সত্যি কথা বলে না।' শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে দিলীপবাবু বলেন, 'বাংলায় কে বিসর্জন বন্ধ করেছিল সবাই জানে। বিজেপি আদালতে গিয়ে বিসর্জনের অনুমতি এনেছিল। উনি যে পাপগুলো এতদিন করে এসেছেন তার দায় এখন আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। আমরা চাই এখনে দুর্গাপুজো, ছটপুজো, কালীপুজোর সঙ্গে ইদ-মহরমও হোক। সবার নিজের উৎসব পালনের অধিকার আছে। সরকারের কাজ নাগরিককে নিরাপত্তা দেওয়া। সেটা না করে উনি আটকাচ্ছেন। এখন মানুষ যখন বিরুদ্ধে চলে গেছে তখন উলটো গাইছেন।

দূষণে নাজেহাল রাজধানী ঃ ৫ নভেম্বর পর্যন্ত রাজধানীতে বন্ধ সমস্ত স্কুল, কেজরিওয়ালকে আক্রমণ জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণে নাজেহাল দিল্লিউ দীপাবলির পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহউ রাজধানীর বায়ুদূষণের জন্য দিল্লি সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী রাজ্যে খড় জ্বালানোকেই দায়ী করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, 'দূষণ নিয়ে অযথা রাজনীতি করছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীউ' সবমিলিয়ে দূষণের জন্য দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতি এতটাই দুর্বিসহ যে, আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ শুক্রবার সকালেই দিল্লির বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে মাস্ক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ কেজরিওয়াল জানান, 'সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে খড় জ্বালানোর ফলে ধোঁয়ার কারণেই দূষণের মাত্রা আরও খারাপ হয়ে উঠেছেউ শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে মানুষের, স্বস্তি দিতে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।'

রাজধানীতে বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বায়ুদূষণ নিয়ে রাজনীতি করছেনউ দোষ চাপানোর খেলা শুরু করেছেনউ ৩৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও, ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের জন্য সেই টাকা দেয়নি দিল্লি সরকারউ এর ফলে দিল্লিতে দূষণ হ্রাস হতে পারেউ আমরা যদি একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকি, তাহলে অনেক কিছুই সামনে আসবেউ' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'দূষণ থেকে মানুষকে স্বস্তি দেওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্বউ হরিয়ানা এবং পঞ্জাব ও এপে অপরকে দোষারোপ করার পরিবর্তে, সমস্ত পাঁচটি রাজ্য একসঙ্গে বসে দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি।'

দূষণের প্রেক্ষিতে পরিবেশ দূষণ (প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ) অথরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে দিল্লি এনসিআর-এর দূষণ ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছেউ আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেউ শীতকালে বাজি পোড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছেউ দূষণ এখন বিপজ্জনক এবং শিশুদের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে এই দূষণ।

ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে রক্তদান শিবির। ছবি- নিজস্ব।

আমেরিকায় বিরাট সাইজের অজগর পেঁচিয়ে মৃত মহিলা

অক্সফোর্ড, ১ নভেম্বর (হি. স.) : আমেরিকার ইন্ডিয়ানার অক্সফোর্ডে একটি বাড়ির ভিতরে পড়ে রয়েছে মহিলার দেহ, আর তাঁর গলায় পেঁচিয়ে রয়েছে বিরাট সাইজের এক অজগর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে। বেনটন কাউন্টির পুলিশ আধিকারিকদের কাছে ৯১১-এ ফোন আসে। পুলিশ পৌঁছলে অচৈতন্য অবস্থায় লরা হার্স(৩৬)-কে পাওয়া যায়। চিকিৎসকরা এসে বহু চেষ্টা করলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি। লরার গলায় তখনও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল পাইথনটি। এই পাইথনটির বাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার। পৃথিবীর সবথেকে লম্বা এই পাইথনটি লম্বায় প্রায় ২০ ফুট হয়। ওজন হয় প্রায় ১৬০ কেজি।

পুলিশ সূত্রে খবর, লরার বাড়ি এবং তদসংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় ১৪০টি সাপের হদিশ মিলেছে। সপ্তাহে অন্তত দু দিন নিজের বাড়িতে ঘুরতে আসতেন লরা। বাড়িটির মালিক বেন্টন কাউন্টি শেরিফ ডোনাল্ড মুনসন সাংবাদিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি। ইন্ডিয়ানা স্টেট পুলিশের পক্ষ থেকে সার্জেন্ট কিম রাইলি জানান, ‘ওই বাড়িতে কেউ থাকত না। বাড়িটা হয়ত সাপেদের রাখার জন্যেই বানানো হয়েছিল।’ রাইলি আরও জানান, ‘লরা হয়ত সাপেরা কেমন আছে তা দেখতেই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিণতি যে এমন হবে তা ভাবতে পারেনি।’ পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক ভাবে মনে অজগর গলায় জড়িয়ে যাওয়াতেই লরার মৃত্যু হয়েছে। তবে, এখনও অটোপসি রিপোর্ট হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় পুলিশ।

পশ্চিম মেদিনীপুরে পৃথক স্থান থেকে তিনটি দেহ উদ্ধার

গোয়ালতোড়, ১ নভেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পৃথক তিনটি স্থান থেকে তিন মৃতদেহ উদ্ধার হল । প্রথমটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছে এক মাঝবয়েসী মহিলার মৃতদেহ। যার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ের ধামচাতে।

মৃতা ওই মহিলার নাম পানমনি সরেন (৪৫)। বাড়ি গোয়ালতোড়ের চামটুবাদে। মৃতের স্বামী বৈদ্যনাথ সরেন জানিয়েছেন,মৃতা পানমনি গত পরশু গোয়ালতোড়ের শিওড়বনি তে আদিবাসী মেলা দেখতে গিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফিরে আসেনি। গত পরশু সন্ধ্যা থেকেই বাড়ির লোক খুঁজাখুঁজি শুরু করে। কিন্তু কাল পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এদিকে শুক্রবার সকালে ধামচা গ্রামের একটি পুকুরে কিছু ভেসে থাকতে দেখে গ্রামবাসীরা। তারা গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন যে কোনো মহিলার মৃতদেহ ভাসছে।পানমনির বাড়ির লোকেরা গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করে যে এটা পানমনির মৃতদেহ। খবর পেয়ে গোয়ালতোড় থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য। ঘটনায় একদিকে যেমন চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তেমনই এলাকায় নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। উল্লেখ করা যায় গতকাল গোয়ালতোড়ের গোহালডাঙ্গাতে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গত দুদিনে দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

অন্যদিকে সাত সকালে জেলার নারায়নগড়ের কুনারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকগনকা গ্রামের একটি সেচখাল থেকে বছরের ৩৫ এর যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সকালে এলাকাবাসীরা ওই মৃতদেহটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়।নারায়ণগড় থানার পুলিশ মৃতদেহ সংগ্রহ করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃত যুবক মকর বারিক বিবাহ সূত্রে চকগনকা গ্রামেই থাকতেন। দিনমজুর ছিলেন । স্থানীয় অনেকের অভিমত- মদ্যপ অবস্থায় খালের কালভার্টে বসে থাকার সময় সে পড়ে যেতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই প্রকৃত কারন জানা যাবে।

জরুরী পরিষেবা

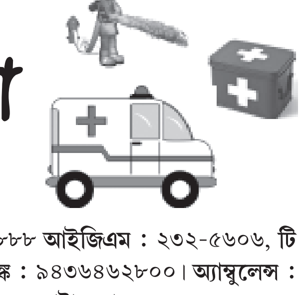

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নবান্নে টালা ব্রিজ নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ নভেম্বর (হি.স): টালা ব্রিজে যাতায়াতে নিত্য নতুন সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা। সমস্যার সমাধানে আজ বিকেলে ফের বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাস ও ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখেছে প্রশাসন । বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি সরকারি রুটের বাসও । ১ অক্টোবরেও টালা ব্রিজ নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে যাত্রীদের দুর্ভোগের জন্য রেলের গাফিলতিকেই দায়ি করেছিলেন তিনি ।

টালা ব্রিজ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন ব্রিজ ভাঙা ছাড়া আর কোনও উপায় নে ই। তবে সে কাজ এখনই শুরু করা সম্ভব নয়। ব্রিজ ভাঙার আগে মাটির পরীক্ষা প্রয়োজন বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। মাটির নীচে কোন পাইপ লাইন রয়েছে তাও দেখা দরকার। সব মিলিয়ে কাজ শুরু করতে এখনও দু'মাস সময় লাগবে বলেই জানা গেছে। নতুন টালা ব্রিজ নির্মাণের আগে মাটি পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার ই-টেন্ডার ডাকা হয়েছে। পুজোর আগে টালা ব্রিজ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ সংস্থা ‘রাইটস’। জানিয়ে দেওয়া হয় দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ব্রিজের ভারবহন ক্ষমতা কমে গিয়েছে। বড় গাড়ি চালানো বন্ধ করার প্রস্তাব ও দেয় তারা। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ সংস্থার পরামর্শও নেওয়া হয়। সেতু বিশেষজ্ঞ ভিকে রায়নার নেতৃত্বে পরীক্ষা করা হয় সেতুটি। ফের একই মত দেয় ওই সংস্থাও। ভাঙার কাজ শুরুর আগে ছোটো খাটো বেশ কিছু মেরামতির প্রয়োজন। ৬০ বছরের পুরনো বিপজ্জনক টালা ব্রিজ রাখা হবে, নাকি ভেঙে ফেলা হবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এই বৈঠকে রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পরিবহন সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং রেল ও রেলের সমীক্ষক সংস্থা রাইটসের আধিকারিকরা। উপস্থিত আছেন মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা, স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন ।

উত্তর দিনাজপুরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে অজানা জ্বর

রায়গঞ্জ, ১ নভেম্বর (হি.স): উত্তর দিনাজপুরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে অজানা জ্বর। রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জ্বর নিয়ে প্রায় প্রতিদিন ভর্তি হচ্ছে বহু রোগী। হাজারও পরীক্ষা করার পরেও জ্বরের কারণ ধরতে পারছেন না চিকিৎসকরা। এদিকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে অজানা জ্বরে ক্রমশই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন চিকিৎসক থেকে শুরু করে জেলার স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা।

তিনদিনের অজানা জ্বরে মৃত্যু হয়েছে কালিয়াগঞ্জের বরুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরাম দেবশর্মা নামক এক ব্যাক্তির। অপরদিকে রায়গঞ্জের শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাউদপুর গ্রামে একই পরিবারের তিনজন জ্বর নিয়ে ভর্তি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শেরপুর গ্রামের শতাধিক বাসিন্দা জ্বরে ভুগছেন। অনেকেই হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতেই হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। শেরপুর গ্রামে বাটি বাড়িতে জ্বরের প্রকোপ বাড়তে থাকায় এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। একদিকে এই অজানা জ্বরের প্রকোপ, অন্যদিকে আবার পিছু ছাড়ছে না ডেঙ্গুও। তিনজন ডেঙ্গু আক্রান্ত সহ ২৫ জন অজানা জ্বরে আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ প্রধান জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই শেরপুর গ্রামে মেডিকেল টিম পাঠানো হচ্ছে। প্রয়োজনে সেখানে মেডিকেল ক্যাম্প বসানো হবে।

ভারত ছেড়ে এবার বাংলাদেশে পাড়ি শিবপ্রসাদের ‘কণ্ঠ’

কলকাতা,১ নভেম্বর (হি.স.): পরিচালকের জুটি শিবপ্রসাদ-নন্দিতা কর্কট রোগ সম্পর্কে সতর্কীকরণের গল্প বেঁধেছিলেন তাদের ছবি ‘কণ্ঠ’-তে ঊ যা কলকাতা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তি পাওয়ার পর এবার পাড়ি দিচ্ছে বাংলাদেশেও ঊ আগামী ৮ নভেম্বর বাংলাদেশে মুক্তি পাবে ‘কণ্ঠ’।

‘কণ্ঠ’ ছবিতে এক অন্যরকম ভূমিকায় দেখা আগেছে অভিনেতা ওরফে পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ঊ যার গলা ক্যানসারে আক্রান্ত ঊ সেই ব্যক্তির জীবন যুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই দেখানো হয়েছে এই ছবিতে।

১৯৯৯ সালে টেলিভিশনে কাজ করার সময়ে বাগযন্ত্রের ক্যানসারে আক্রান্ত বিভূতি চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শিবপ্রসাদের ঊ তখন থেকেই ভেবেছিলেন সিনেমা তৈরি করবেন এই চরিত্রকে নিয়ে। ‘কণ্ঠ’ ছবির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় পরিচালকের স্বপ্ন ঊ ছবির মূল ভূমিকায় পরিচালক শিবপ্রসাদ নিজেই ঊ ছবিতে তাঁর নাম অর্জুন মল্লিক ঊ পেশায় রেডিও জকি ঊ যাঁর কাছে ‘কণ্ঠ’ই সব। কথা বেচেই উপার্জন আর কথোপকথনেই যাঁর তৃপ্তিঊ কিন্তু কর্কটের মতো মারণ রোগ সেই কণ্ঠই কেড়ে নিল তাঁর থেকে ঊ হতাশা, রাগ, অভিমান চেপে বসল তাঁর মনে ঊ অর্জুনের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন পাওলি দাম ঊ স্বামীকে সুস্থ করে তোলার লাগাতার চেষ্টা করে চলেছেন তাঁর স্ত্রী ঊ সাহায্য নিয়েছেন স্পিচ থেরাপিস্টেরও ঊ স্পিচ থেরাপিস্টের ভূমিকায় দেখা যায় জয়া আহসানকে ঊ ক্যানসারের কারণে অর্জুনের ভয়েজ কডটাই কেটে বাদ দিতে হয়। সেই থেকে সবটা লিখে বোঝাতে হয় তাঁকে ঊ চাইলেও বেরোয় না একফোটা আওয়াজ ঊ ধীরে ধীরে কীভাবে ফিরে পাবে সে হারিয়ে যাওয়া জীবনের রসদ ঊ একেবারে যে আওয়াজ হারিয়ে গেছে তা নয়, তৈরি হবে নতুন স্বর। পরিচালক শিবপ্রসাদের কথায় ‘কণ্ঠ ছাড়ো জোরে জোরে।

জেলা শাসক সকাশে ত্রিপুরা স্টেট জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ

আগরতলা, ১ নভেম্বর ।। বুধবার সন্ধাবেলা বিশালগড় বাইদ্যারদিঘী বাজারে একটি ব্যক্তিগত ঝগড়াকে কেন্দর করে একটি অপ্রত্যাশিত অপৃতিকর ঘটনার সৃষ্ট তদন্ত ও সমাধানের দাবি নিয়ে সিপাহীজালা জেলা শাসকের সাথে রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের একটি প্রতিনিধি দল মিলিত হয়। উক্ত সাক্ষাৎকারে রাজ্য জমিয়তের প্রতিনিধি দল একটি লিখিত স্মারকলিপি জেলা শাসকের নিকট পেশ করা হয়। রাজ্য জমিয়ত উল্লেখ করে যে, এখটি ব্যক্তিগত ঘটনাকে কেন্দর করে দুষ্কৃতিকারীরা সংঘবদ্ধভাবে এলাকার শঅস্তি-সম্প্রীতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যে ভাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের দোকান, গাড়ি, বাইক এর উপর আগুন লাগিয়ে ধ্বংসলিলা চালিয়েছে এবং বাজারে অবস্থিত মসজিদের উপর বর্বোরচিত আক্রমণ চালিয়ে যে ভাঙচুর করেছে তা একান্তই নিন্দনীয়।

তাতে সকল সংখ্যালঘু মুসলিমরা ধারুনভাবে মর্মাহত ও শোকাহত। জমিয়ত উমালায়ে হিন্দ সর্বাদাই সমাজের শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায় সার্বিক প্রচেষ্টা ও অগ্রনিভূমিকা পালন করে থাকে। তাই উক্ত ঘটনাকে কেন্দর করে সামাজিক শান্তি-সম্প্রীতি নষ্ট করার যে প্রচেষ্টা হয়েছে রাজ্য জমিয়ত উলামার পক্ষ থেকে ধিক্কার ও নিন্দা জানানো হয় এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্ত এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মাননীয় জেলা পুলিশ সুপার এর নিকট দাবি জানানো হয়। জেলা শাসক রাজ্য জমিয়েতের প্রতিনিধিদেরকে প্রশাসনিক এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হুমকি দেওয়ায় বিএনপি নেতার তিন বছরের কারাদন্ড

ঢাকা, ১ নভেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরিকে তিন বছরের জেলের সাজা দিল আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

চট্টগ্রামের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শহীদুল্লাহ কায়সার এই রায় দেন। গত ২৯ মে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেন গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরি। এর পর তার বিরুদ্ধে ৬টি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় এর আগে গিয়াসউদ্দিনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। গত বছরের ২৩ নভেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করতে গেলে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর জামিন নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন বিএনপি'র ওই শীর্ষ নেতা। উল্লেখ্য, কুখ্যাত রাজাকর বিএনপির তৎকালীন স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরির ছোট ভাই গিয়াসউদ্দিন। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বর্বর অত্যাচারে শামিল হওয়ার অপরাধে সালাউদ্দিনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে হাসিনাকে হত্যা হত্যার চেষ্টায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল আদালত। গত জুলাই মাসে বিএনপির ৯ নেতা-কর্মীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় ঢাকার এক আদালত। প্রসঙ্গত, বিএনপিকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজাকর ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী হসিনা। তাঁর আমলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকজন কুখ্যাত বর্বর পাকপন্থী জামাত নেতাকে। অভিযানে নিকেশ করা হয়েছে শতাধিক জঙ্গি ও মাদক পাচারকারীকে। সব মিলিয়ে মৌলবাদীদের শিকড় উপড়ে ফেলতে বদ্ধ পরিকর হাসিনা।

মুঙ্গিয়াকামীতে

● প্রথম পাতার পর

করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। এলাকার একটি অংশের মানুষ জনের অভিমত অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবনের ফলেও মৃত্যু হতে পারে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। তবে পরিবারের অভিযোগ এটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। পুলিশ সুষ্ঠু তদন্ত করলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আসবে।

গৃহবধূকে

● প্রথম পাতার পর

যদিও পরবর্তী সময় অভিযুক্ত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় নির্যাতিতা মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করে। থানায় মামলা দায়ের হওয়ার পর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

দাখিল

● প্রথম পাতার পর

আদালত পুলিশের ওই আবেদন মঞ্জুর করেছে। তিনি জানান, ৯০ দিনের ভিতরেই পুলিশ ওই হত্যা মামলায় চার্জশিট জমা দিতে সক্ষম হয়েছে। আগামী ৫ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়েছে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চ

● প্রথম পাতার পর

সাথে জড়িত রয়েছে। ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ারং ইন চীফ সুনীল ভৌমিককে ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেপ্তার করেছে।

নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

প্রতিনিধিদল পরিবারের সদস্যদের কথা শুনেন, তারপরে বাড়িঘরগুলি পরিদর্শন করে বেরিয়ে আসার সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলের নেতা জানান রাজ্য সরকার পুলিশকে জানানোর পরেও কোন উদ্যোগ নেন না, তৎসঙ্গে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর আক্রম খুবই নিন্দনীয়।

বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

মতি সাহা ত্রিপুরা হাইকোর্টে আবেদন জানান।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে দীর্ঘ শুনানির পর আজ প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলার রায় ঘোষণা করে নিম্ন আদালতের রায়কে বহাল রেখেছে। উপরন্তু বেকসুর খালাস সত্যরঞ্জন দাসকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে হাইকোর্ট।

ঝাড়খন্ডে

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি সরকার মেয়াদ পূরণ করল। ৮১ আসন বিশিষ্ঠ ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় বিজেপির হাতে ছিল ৪৩টি আসন। সম্প্রতি বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে আরও ৬ জন বিধায়ক গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে মূল লড়াই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বাধীন বিরোধী মহাজোটের। জেএমএমের সঙ্গে এই জোটে আছে কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা এবং লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডি। যদিও, বিরোধী শিবিরের আসনরফা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

ভয়াবহ

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গেই শীতের মরশুমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেকোনো ধরনের বাজি পোড়ানোও। বৃহস্পতিবারই বাতাসে দূষণের পরিমাণ আপৎকালীন পর্যায়ে এসে ঠেকে। এরপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

দিল্লি শহরকে এক কথায় ‘গ্যাস চেম্বার’ বলে সম্বোধন করেছেন কেজরিওয়াল। বাচ্চাদের দূষণ থেকে বাঁচাতে স্কুলে স্কুলে বিলি করা হচ্ছে মাস্কও। এমনিতেই দিওয়ালীতে বাজি ফাটানোয় দূষণের মাত্রা বেড়েছে কয়েকগুণ। এছাড়াও বছরের ঠিক সময়ে দিল্লির পার্শবর্তী হরিয়ানা, পাঞ্জাবে ধান কেটে পড়ে থাকা খড় জ্বালিয়ে দেন কৃষকরা। ফলে সেই পোড়া কালো ধোঁওয়ার মেঘ উড়ে আসে দিল্লির দিকে। প্রায় কয়েকদিন ধরেই দিল্লির বাতাসে দূষণের মাত্রার পরিমাণ ছিল সহনমাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি। এখনও পর্যন্ত বাতাসের মানের কোনও উন্নতি হয়নি।

উল্লেখ্য, এই প্রবল দূষণের শিকার হচ্ছেন মূলত সকালে কাজের জন্য বেরনো মানুষ এবং প্রাতঃভ্রমণকারীরা। অন্যদিকে এই দূষণের মাঝেই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচ। কিছুদিন আগেই প্র্যাকটিসে মাস্ক পড়ে ব্যাট করতে দেখা যায় বাংলাদেশি ক্রিকেটার লিটন দাসকে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কগুলিকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সভায় ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারগুলি যাতে বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ সক্ষম হয়েছেন এবং যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না তাদেরকে চিহ্নিত করে ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের সাথে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন, রাজ্য সরকার কৃষি মৎস্য চাষ এবং ডেয়ারী শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। অ্যানুয়েল ক্রেডিট প্ল্যান অর্থাৎ এসিপি-র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন তিনি। মুখ্যসচিব কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানে লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছাতে চলতি মাসে জেলাশাসকদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের বৈঠক আয়োজন করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিই ও অশোক কুমার প্রধান সভায় স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির বিস্তারিত কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন।

সভায় স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির ১২৯ তম সভায় গৃহিতসিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ হয়েছে এবং যেসব ঘাটতি রয়েছে সেইগুলি নিয়ে বিশদ আলোচা করা হয় এবং চলতি বছরের নানাবিধ কর্মসূচির রূপরেখাও তৈরি করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত ব্যাঙ্কের সি ডি রেশিও ৫৬ শতাংশ যা ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে ৬৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। যে সকল ব্যাঙ্কের কম সিডি রেশিও রয়েছে তাদের আরও যত্নবান হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির পক্ষ থেকে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২১,৪৮৩ জনকে কষাণ ক্রেডি

কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এমএসএমই-তে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে চলতি বছরে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৫২ শতাংশ সাফল্য এসেছে। পিএমইজিপি প্রকল্পে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৩টি প্রকল্পের প্রস্তাব মঞ্জুরী দিয়েছে ব্যাঙ্ক বলে সভায় জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় ১,২০,৯৫৫ জনকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬৯২.৮৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পে ১৩ জন মহিলাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। চিফ মিনিস্টার্স বি এড অনুপ্রেরণা যোজনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৯৮৮ জন আবেদনকারীর ঋণ মঞ্জুর করেছে ব্যাঙ্ক।

সভায় আলোচনায় পর্যটন সহায়ক প্রকল্পে ২৪টি ঋণ প্রস্তাব মঞ্জরী দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। এছাড়াও এদিনের সভায় স্বসাহায়ক গোষ্ঠীদের ঋণ প্রদান ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট স্কীম, শিক্ষা ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান, বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্কের নতুন শাখা খোলা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনোজ কুমার, ভারত সরকারের ফিনান্সিয়াল সার্ভিস দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি অশোক কুমার ডোগরা, অর্থ দপ্তরের সচিব এন ডার্লং, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, মৎস্য দপ্তরের সচিব রামেশ্বর দাস, বিজার্ভ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার , ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার, ডি জি এম সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর আধিকারিকগণ অবস্থিত ছিলেন এবং আলোচনা অংশ নেন।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পব

রতন নাথ বলেন, পূর্ত ঘোটালায় বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন ত্রিপুরা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। কারণ, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই ধরনের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য নয় বলে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছে। রতন নাথ বলেন, দায়রা আদালত বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়ার পর তিনি পলাতক ছিলেন। কিছুদিন পর নিজেই আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। ওই হাসপাতাল বাদল চৌধুরীকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দেওয়ার পরই পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ বলে দাবি করায়, পুলিশ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। রতনবাবুর দাবি, এই পুরো ঘটনায় পুলিশ বিরাট মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ বাদল চৌধুরী ক্রমাগত নাটক করে চলেছেন। রতনলাল নাথ কটাক্ষ করে বলেন, এমন নাটক এ রাজ্য আগে কখনও দেখেনি। তাই রাজ্যবাসী এখন জানতে চাইছে, তিনি কোথায় পালিয়ে বেরিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কেন পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এদিন রতনলাল নাথ বলেন, জিবি হাসপাতালে সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী বাদল চৌধুরী সুস্থ আছেন। তবে, তার হৃৎপিন্ডে সামান্য সমস্যা রয়েছে। তিনি জানান, বাদল চৌধুরীর চিকিৎসায় মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ডাঃ অরুণাভ দাসগুপ্ত, ডাঃ শ্যামল রায় এবং ডাঃ রাজেশ দেববর্মার নেতৃত্বে ওই বোর্ড বাদল চৌধুরীকে সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দিলেই পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যাবে এবং তাকে আদালতে তুলবে। তবে, দায়রা আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করার পর বাদলবাবু কেন পালালেন তার জবাব তাকে দিতেই হবে, বলেন রতনলাল নাথ।

১৪৪ ধারা

● প্রথম পাতার পর

গুদাম লুট করা হবে বলে মাইকিং করেছেন। ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্ন ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাই, আনন্দবাজার খাদ্য গুদাম এলাকায় ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। তিনি জানান, আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে এই নির্দেশ কার্যকরী হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ওই আদেশ বলবৎ থাকবে। সাথে তিনি যোগ করেন, রিয়াং শরণার্থীরা অন্তত অবরোধ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবেই।

বাড়ল ৭৬ টাকা

আটের পাতার পর

সুতরাং যে সমস্ত গ্রাহক রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি পেয়ে থাকেন, সেই গ্রাহকগন যদি নভেম্বরে সিলিন্ডার বুক করেন, তাহলে তাদের নতুন দাম কত হবে এবং কত টাকা তারা ভর্তুকি হিসাবে পাবেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

উল্লেখ্য রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে মিল রেখে গ্যাসের দাম নির্ধারণ করে। প্রতি মাসে গাসের দাম ঠিক সে কারণেই বাড়ে বা কমে। যার ফলে বদলে যায় ভর্তুকির পরিমাণও।

সঞ্জয় রাউত

আটের পাতার পর

করেনি বিজেপিঊ যদি বিজেপির কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তবে তাঁদের উচিত সরকার গঠন করাঊ’ সঙ্ঘাত তো মিটছেই না, বরং ৫০-৫০ ইস্যুতে বেড়েই চলেছে দ্বন্দ্বঊ সঞ্জয় রাউতের কথায়, ‘৫০-৫০ ফর্মুলায় সরকার গঠনের জন্য নিজেদের মত দিয়েছে মহারাষ্ট্রের জনগণঊ জনগণও চাইছে শিবসেনা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হোকঊ’

বিজেপি-শিবসেনা সঙ্ঘাতের প্রেক্ষিতে এনসিপি নেতা নবাব মালিক জানিয়েছেন, ‘মহারাষ্ট্রে স্থিতিশীল সরকার গঠনের জন্য বিজেপি-শিবসেনার পক্ষে মত দিয়েছে জনগণঊ আমরা চাই তাঁরা সরকার গঠন করুক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করুকঊ যদি তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে অপারগ, তবে আমরা অবশ্যই সরকার গঠনের চেষ্টা করবঊ’ এখন প্রশ্ন হল-শিবসেনা-এনসিপি জোট হলেও ম্যাজিক সংখ্যায় (১৪৫) পৌঁছতে পারবে না এই জোটঊ শিবসেনা জিতেছে ৫৬টি আসনঊ এনসিপির আসন ৫৪টি।

দেশের প্রথম দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ খেলা হবে গোলাপী বলে

এই মুহূর্তে প্রথম টি টোয়েন্টি দিল্লী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে বৃহ:স্পতিবারই জানিয়েছিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেটাররা আর সেই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেও নারাজ। তবে টি-টোয়েন্টির আবহেও এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। দেশের প্রথম দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ তার ওপর গোলাপী বলে খেলা, ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যেও চর্চার বিষয় কলকাতার এই দ্বিতীয় টেস্ট। দক্ষিন আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঝলসে উঠেছিল রোহিত শর্মার ব্যাট। তিনিই আবার এই সিরিজের টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রোহিত শর্মা স্পই বলে দিলেন, তিনি বেশ রোমাঞ্চিত এই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলতে পারবেন বলে। এই সাংবাদিক সম্মেলনেই উঠে এল তার অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গ। এই প্রশ্নে রোহিতের জবাব, অধিনায়ক হওয়া তার হাতে থাকেনা। দেশের হয়ে অধিনায়কত্ব করার সুযোগ পাওয়াটাই বড় ব্যাপার বলে জানিয়েছেন তিনি।সদ্য বিসিসিআই সভাপতি হয়েই দিনরাতের টেস্ট চালু করার পরিকল্পনা করেছেন সৌরভ। এরপরেই কোহলি ও রোহিতের সঙ্গে বসেছিলেন তিনি দল নির্বাচন করতে।সৌরভের প্রসঙ্গেও আস্থাশীল এই ক্রিকেটার। এসবের মধ্যেই তিনি জানিয়ে দিলেন যেহেতু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নসিপ চলছে এখন। তাই বাংলাদেশ সিরিজ থেকে যতটা সম্ভব পয়েন্ট তুলে নেওয়াই টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য।

ধোনির অবসরের গুজব ওড়ালেন রোহিত

জাতীয় দলে ধোনি নেই বেশ কয়েকমাস হল। একের পর এক সিরিজ শেষ হচ্ছে। তবে ধোনিকে নিয়ে আলোচনার কোনও অন্ত নেই। ধোনির ভবিষ্যত নিয়ে প্রাত্যহিক জল্পনা অব্যাহত। নির্বাচক প্রধান ধোনিকে অতীত হিসেবে দেখতে চান। সামনের তাকানোর বার্তাও দিয়েছেন। তবে ক্রিকেটীয় মহলের ব্যাখ্যা ধোনি নিজের ভবিষ্যত নিয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন।ধোনির অবসরের বিষয়েই এবার মুখ খুললেন জাতীয় দলের সতীর্থ রোহিত শর্মা। দিল্লিতে রবিবারেই বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টি২০ ম্যাচে খেলতে নামছে ভারত। তার আগেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা তিনি জানিয়ে দিলেন ধোনির অবসর নিয়ে নিজের মতামত। হিটম্যান বলে দেন, ”এরকম (ধোনির অবসর) কোনও কিছু আমাদের কানে আসেনি। তোমরাই (প্রচারমাধ্যম) এরকম গল্প তৈরি করো।”পাশাপাশি রোহিত শর্মা জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ”নেতৃত্বে আমাদের কোনও হাত নেই। একটা হোক বা একশোটা- এটা সম্মানের বিষয়। যখন আমরা বড় হয়ে উঠছিলাম, আমাদের লক্ষ্য থাকত জাতীয় দলের হয়ে খেলা। জাতীয় দলকে আগেও নেতৃত্ব দিয়েছি। জানিনা কতদিন অধিনায়ক থাকব। যখনই অধিনায়কত্বের ভার দেওয়া হয়, সেটা উপভোগ করি।”ধোনির লক্ষ্য বিশ্বকাপ, তবে নির্বাচক প্রধানের মুখে অন্য বার্তাঅবসর নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ওঠার পরেও ধোনি কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। বরং জাতীয় দল থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাননি। আবার ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও তিনি নেই। কেন নেই? বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দল নির্বাচনে ধোনির নাম না থাকার প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক জানিয়ে দিয়েছেন, ”আমরা আমাদের নীতি নিয়ে ভীষণ পরিষ্কার। আমরা ধোনিকে ছাড়াই এগিয়ে যেতে চাইছি।”বিশ্রামে কোহলি, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টিতে নেতা রোহিতএর সঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, ”বিশ্বকাপের পরেই আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম, সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে ঋষভ পন্থকে ব্যাক করব। সেটাই এখনও আমরা করে চলেছি। পন্থও দারুণ উন্নতি করছে। ও হয়তো এখনও সেরা ছন্দে খেলতে পারছে না, তবে ওকে আমরা ব্যাক করে ছন্দে ফেরাতে চাই। বিশ্বকাপের পরে আমাদের ফোকাস আপাতত ঋষভ পন্থেই।”তবে সূত্রের খবর, ধোনি মোটেই নির্বাচক প্রধানের বার্তাকে থোড়াই কেয়ার করছেন। তিনি ফের ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার জিমে অনুশীলন শুরু করেছেন। তিনি যে শীঘ্রই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন, তা নিয়ে কার্যত কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু কবে? আসমুদ্রমহিমাচলের ক্রিকেট সমর্থকদের প্রশ্ন আপাতত এটাই। ধোনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে থাকছেন না। তবে আগামী বছর ২০২০-র জানুয়ারিতে ধোনিকে দেখা যেতে পারে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের ক্রিকেট সিরিজে।

প্রথম দিনরাত্রি টেষ্ট ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকছেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার

ক্রিকেটের ঈশ্বর শচিন টেন্ডুলকার।ইডেন গার্ডেনে অত্যাধুনিক পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে ইডেন ইন্ডোর, এই ইডেন ইন্ডোরকে সাজানো হয়েছে সুসজ্জিত সাজে। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী বৃহস্পতিবার নিজে গিয়ে এই ইডেন ইন্ডোরের সমস্ত কাজকর্ম তদারকি করে আসেন। আগামী ২২ নভেম্বর দেশের মাটিতে প্রথম দিনরাত্রি টেষ্টের দিনই উদ্বোধন হতে চলেছে এই ইডেন ইনডোরের। আর এখানেই সম্বর্ধনা দেওয়া হবে প্রথম ভারত-বাংলাদেশ টেষ্ট ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়দের।জানা গিয়েছে যে এই টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে ইডেনে শচীন টেন্ডুলকারকে আনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সবুজ সংকেত চলে এসেছে। এছাড়াও আমন্ত্রণ করা হয়েছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যপাল জগদীশ ধনকড়কে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এখন চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম দিনরাত্রি টেস্ট। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে বসেই দিনরাত্রি টেস্ট করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। অবশেষে সেই স্বপ্নই বাস্তবে পরিণতি পেতে চলেছে আগামী ২২ শে নভেম্বর।

২২ শে নভেম্বর ইডেনে ভারত বনাম বাংলাদেশের টেস্ট ম্যাচ রয়েছে আর সেই টেস্ট ম্যাচটি দিনরাত্রি করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে বিসিসিআই। এছাড়াও এই ম্যাচ ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু পরিকল্পনা, জানা গিয়েছে যে ভারত বনাম বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ম্যাচে যে সকল খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে এই দিন ইডেন গার্ডেন্সে। এছাড়াও সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল দেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট ম্যাচ আর সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয়

২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধন করেবেন করিনা

শুটিং থেকে বেরিয়ে এবার সোজা বাইশ গজে বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুর। ড্যান্স, শুটিং থেকে র‍্যাম্প ফ্লোর কাপিয়ে এবার বাইশ গজে দেখা যাবে করিনাকে। ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি উদ্বোধন করবেন তিনি।আগামি বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বসতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। আগামি শুক্রবারই করিনা উদ্বোধন করবেন ট্রফিগুলির।”আমি এরকম একটি অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। এতো বড় সম্মান পাব সেটা কখনোই ভাবতে পারিনি। যেসব মহিলা ক্রিকেটাররা এই প্রতিযোগিতায় নিজের নিজের দেশের জন্য খেলবেন, তাঁদের শুভেচ্ছা জানাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের এই লড়াই সত্যিই গর্বের। ওঁরা আমাদের সকলের কাছে অনুপ্রেরণা। আমার শ্বশুরমশাই একজন প্রবাদপ্রতিম ক্রিকেটার ছিলেন। তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি উদ্বোধন করার সুযোগ পেয়ে আমার গর্ববোধ হচ্ছে”, এমন কথাই জানালেন করিনা কাপুর।মহিলাদের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ২১ ফেব্রুয়ারি ও পুরুষদের ১৮ অক্টোবর।

অনুশীলনে চোট রোহিতের, প্রথম টি২০র আগে প্রবল ধোঁয়াশা ভারতীয় দলে

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দলে নেই ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বিশ্রামের জন্য ভারতীয় দল থেকে কিছুদিনের ছুটি চেয়ে নিয়েছেন তিনি। আর বিরাটের অবর্তমানে এবার দলের ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল ভারতের সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। তবে এই মুহূর্তে ফের ভারতীয় দলে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন রোহিত। শুক্রবার দিল্লিতে অনুশীলনের সময় পায়ে চোট পেলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশ বিরুদ্ধে তৈরি হল ভারতীয় দলে ধোঁয়াশা। তবে রোহিতের চোট কতটা গুরুতর। সেই নিয়ে এখনও মুখ খোলেনি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।শুক্রবার নেটে ব্যাটিং করার সময় চোট পান রোহিত। নেটে ব্যাট করার সময় পেস বোলারের বল রোহিতের পায়ে লাগে। আর তারপরই জন্ত্রণায় কাতরে ওঠেন ভারতীয় ওপেনার। সেই সঙ্গে সেই মুহূর্তেই অনুশীলন বন্ধ করে ড্রেসিং রুমে ফিরে যান ভারতীয় ব্যাটসম্যান। বর্তমান সিরিজে রোহিতের ওপর সব ভার। তবে রোহিতের চোট শুক্রবার বেশ কিছুটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টে। দলের তরফ থেকে রোহিতের চোট নিয়ে কোনও রকমের কিছু বলা না হলেও, দল সূত্রে খবর, রোহিতের চোট নিয়ে এখন চিকিতসা চলছে তাঁর। এখনই কিছু বোঝা সম্ভব হচ্ছে না।নয়াদিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় প্রথমত বাধা সৃষ্টি করেছে বায়ুদূষণ। সেই কারণে বেশ চিন্তিত দুই দলের ফুটবলাররা। আর সেই সঙ্গে এবার ভারতীয় দলের হয়ে বাড়তি চাপ হয়ে দাঁড়ালো রোহিত শর্মার চোট। তবে এখন চিকিতসা ও স্ক্যান হওয়ার পরই বোঝা যাবে, কতটা গুরুতর ভারত অধিনায়কের চোট।দিল্লি দূষণের চাদরে মুড়ে গিয়েছে। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা রাজধানী। তারই মধ্যে আর মাত্র একদিন পর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত ও বাংলাদেশ। যা নিয়ে ক্রিকেটমহলে দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু বিরাটের অনুপস্থিতিতে টি-২০ সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া রোহিত শর্মা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দূষণের জেরে ম্যাচে কোনও অসুবিধা হবে না।রোহিত বলেন, ”শেষবার যখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে খেলেছিলাম, তখনও আমরা কোনও সমস্যায় পড়িনি। আশা করব, আমাদের ৩ তারিখও কোনও সমস্যা হবে না। আমরা তো আগে থেকেই জানতাম যে, প্রথম ম্যাচ আমরা এখানেই খেলব। তাই কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।”তবে ম্যাচে কোনও সমস্যা না হলেও প্র্যাকটিসে একটা সমস্যা হতে পারে বলে মত ”হিটম্যান”-এর। তবে বাংলাদেশ যেমন নিয়মিত অনুশীলন করছে, ভারতের জন্য তা অপশনাল। তাই খুব একটা সমস্যা কোনও ক্ষেত্রেই হবে না বলে জানিয়েছেন রোহিত। এখন সিরিজের প্রথম ম্যাচ কাদের পকেটে যায়, সেটাই দেখার।

এই প্রথম সৌদির রাজধানী রিয়াধে অনুষ্ঠিত হল মেয়েদের কুস্তি প্রতিযোগিতা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: সৌদি আরবে এখন চলছে বসন্ত। যাবতীয় সংস্কারকে মুক্ত করে সৌদিদের আলোর পথে ফেরাতে চাইছেন সেখানকার ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সালমান। মহিলাদের রেসলিং (কুস্তি) আয়োজন করছে রক্ষণশীল মুসলিম দেশ সৌদি আরব। বৃহস্পতিবার ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেনমেন্টের (ডব্লিউডব্লিউই) আয়োজনের মধ্য দিয়ে এর শুরু হয়।এদিন রাজধানী রিয়াধের কিং ফাহাদ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই লড়াইয়ে অন্যদের সঙ্গে অংশ নেন ডব্লিউডব্লিউই তারকা লেসি ইভান্স ও নাটালি। ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সালমানের হাত ধরে অনেক সংস্কার এসেছে সৌদির আরবের কট্টরপন্থী নীতিতে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার দেশটিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় নারীদের রেসলিং। সৌদি গেজেট।এর আগে, সৌদিতে গত বছর রেসলিংয়ের আয়োজন করা হয়। সেটা সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচারও করা হয়েছিল। সে সময় শুধুমাত্র পুরুষদের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নারীদের ম্যাচ বাতিল করা হয়েছিল। এরপর ২০১৮ সালে সৌদি আরবের ১০ বছরের জন্য রেসলিং আয়োজনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় ডব্লিউডব্লিউই। ডব্লিউডব্লিউই”র প্রধান ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর স্টেফেনি ম্যাকম্যাহন বলেছেন, ”তারা (নারীরা) পুরুষের মতোই সমান সুযোগ পাওয়ার দাবি রাখে।তারা এই স্থানে যাওয়ার অধিকার রাখে। এটা অর্জিত সুযোগ। এটা এমন সুযোগ নয় যেটা এমনিতেই দেওয়া হয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সৌদি নাগরিকদের বিনোদনের পরিধি বাড়াতে এমন আয়োজন করা হয়েছে।রিয়াধে বৃহস্পতিবার থেকে দুই মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। সেখানে শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে এই রেসলিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ২০১৭ সালে দেশে সিনেমা হলসহ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্র চালুর ঘোষণা দেন। তার উদ্যোগেই দেশটিতে নারীদের ওপর থেকে গাড়ি চালানোর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এছাড়া সম্প্রতি দেশটির পর্যটন খাতে উন্নয়নের জন্য বিদেশি নারীদের একাকী সৌদি ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

দূষণকে বুড়ো আঙুল দেখালেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর

চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ টি২০ সিরিজ। নয়াদিল্লিতে ফিরোজ শাহ কোটলার মাঠে নামতে চলেছে ভারত ও বাংলাদেশ। তবে তার আগে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দিল্লির বায়ুদূষণ। সেই জেরে বেশ কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেটার সহ বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তবে সব কিছুকে উপেক্ষা করে এখন শুধু ক্রিকেট নিয়েই ভাবছে ভারতীয় দল, এমনটা জানিয়ে দিলেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। খেলাক সময় সব কিছু ভুলে যাবে ক্রিকেটাররা এমনটাই দাবি ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচের। একই সঙ্গে টি২০ ফরম্যাটে ব্যাটিংয়ে আরও বেশি জোর দিতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। দলে নেই তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে এবার ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে জানিয়ে দিলেন ব্যাটিং কোচ রাঠোর।রোহিত শর্মার নেতৃত্বে বিরাটের ঘরের মাঠে তাঁর অনুস্থিতিতে নামবে ভারত। আর সেই ভারতীয় দল নিয়ে রোহিতদের ব্যাটিং কোচ বলেন, ”দূষণ থাকবে। দূষণের সমস্যটা বড় সমস্যা। তবে ম্যাচ খেলা হবে। আর সেই জন্য আমাদের প্রস্তুত। প্রথম টি২০ ম্যাচে বিরাটের অনুপস্থিতিতে আরও ভালো ব্যাট করতে হবে আমাদের। আর একবার খেলা শুরু হয়ে গেলে দূষণটা মাথায় থাকবে না ক্রিকেটারদের। এর আগেও প্রবল গরমে দিল্লিতে খেলা হয়েছে।

তাই ক্রিকেটেই মূল ফোকাস করতে হবে। কারণ খেলা একবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।আর সেই জন্য আমাদের প্রস্তুত। প্রথম টি২০ ম্যাচে বিরাটের অনুপস্থিতিতে আরও ভালো ব্যাট করতে হবে আমাদের। আর একবার খেলা শুরু হয়ে গেলে দূষণটা মাথায় থাকবে না ক্রিকেটারদের। এর আগেও প্রবল গরমে দিল্লিতে খেলা হয়েছে। তাই ক্রিকেটেই মূল ফোকাস করতে হবে। কারণ খেলা একবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেটা পরিবর্তন করা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়।” ম্যাচের আগে দুদিন ধরেই ক্রিকেটারদের মাস্ক মুখে দিয়ে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। একই সঙ্গে দিল্লির বায়ুতে দূষণের পরিস্থিতি এখনও অনেক। তবে সব কিছু বাদ দিয়ে এখন খেলা নিয়েই ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রোহিতের নেতৃত্বে মাঠে নামতে চলেছে জুনিয়র ক্রিকেটাররা। আর তাঁদেরকে এবার নিজেদের প্রমাণ করতে হবে বলে মনে করছেন দলের বাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। একই সঙ্গে তাঁদের কাছে সুযোগ বলে জানিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ। একই সঙ্গে পিঙ্ক বলে টেস্ট ম্যাচ নিয়েও বেশ উতসাহিত বিক্রম। তিনি বলেন, ”পিঙ্ক বল টেস্ট একটি নতুন উদ্যোগ। এটা খুবই ভালো। আজকালের ক্রিকেটাররা সব কিছুকে খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নিতে পারে। তাই এই ফরম্যাটেও ভালো করবে ক্রিকেটাররা।”

STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA
(NATIONAL HEALTH MISSION)

NOTICE INVITING e-TENDER

Ref. No : F.3(5-3719)FWPM/SHFWS/AMB/2019 Date : 29/10/2019

E-Tender for THE PROCUREMENT OF INVASIVE DIGITAL HEMOGLOBINOMETER FOR STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA.

A Tender hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Agartala from resourceful, experienced and bonafide manufaturer or their authorized local supplier/ dealer/distributor for "THE PROCUREMENT OF INVASIVE DIGITAL HEMOGLOBINOMETER FOR STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA."

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is:05/12/2019 **upto 4:00 pm. All future modification/ corrigendum shall be made available in the e-procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.**

Aditi Majumder, TCS, SSG
Mission Director, NHM
Govt. of Tripura

৭২ গোলাপি বলের অর্ডার

ইডেনে দিনরাতের টেস্টের জন্য ৭২টি গোলাপি বলের অর্ডার দিয়েছে বিসিসিআই। ২২ নভেম্বর ওই টেস্ট হওয়ার কথা। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, এসজি-র তৈরি গোলাপি বলেই বলেই এই ঐতিহাসিক টেস্ট খেলা হবে। এর আগে দলীপ ট্রফিতে তিনিটি সিজনে কোকাবুরা গোলাপি বলে খেলা হয়েছে। কিন্তু এসজি বলে খেলা হয়নি এর আগে। এসজি বলের মার্কেটিং ডিরেকটর পরশ আনন্দ জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝিই বল ডেলিভারি হয়ে যাবে। এর আগে এসজির বল সমালোচিত হয়েছিল। পরে বিরাট কোহলি এসজি বলের উন্নতি হয়েছে মানলেও তিনি চান, অন্তত ৬০ ওভার বলগুলি টিঁকুক।

No.F.16 (1)/BDO/JLB/STATIONARY/2014-15/1781
Dated, 29/05/ 2019.
NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned invites sealed short notice inviting Quotation of rate in plain paper from the interested bidders having all relevant documents for procurement of wood under the jurisdiction of Jolaibari R D Block for the
work Construction of Dinning Hall at Nagendra Nama Para JB School under Latulatilla GP" from 31/10/2019 to 08/11/2019(office date and hour only) as per following terms & condition of SNIQ.
The copy of the SNIQ may be inspected from the undersigned up to 12 PM of 08/11/2019. The interested Tenderer/bidders should quote the rate as per prescribed format of short notice inviting quotation which is given below.
Single bid has to be submitted in single sealed envelope. Single bid sealed envelope must be addressed to the Block Development offecr Jolaibari RD Block (s)Tripura indicating the SNIQ number, Name of Item, Bidders Name and address on the envelope . Interested bidders or their representative may remain present during opening of the quotation. The notice is only to provide most preliminary information to the interested bidders.
1. Last Date & Time of Dropping of quotation up to 3 PM of 08/11/2019.
2. Probable Date &time of Opening of quotation at 3 PM of 09/11/2019.
The tendering authority reserves the right to accept or reject any quotation or all submitted quotation, without assigning any reason thereof.
SNIT NO, Item, Earnest money and eligibility:

Sl No.	SNIQ	Name of area for which quotation is invited	Name of item	Unit	Tentative Quantity	Eligibility of bidder	Rate	Total Amount
1.	No.F.16)1)/BDO/JLB/ STATIONARY/2014-15/1781 Dated, 29/10/2019	Jolaibari RD Block	Local Teak Wood	CUM	1.524	Firm/Agency/Cont ractor having Trade Licenses. Aadhar Card, PAN card, GST Registration Certificate.	Rs.	

ICA/C-1492/2019

(Dr. Abhijit Das)
Block Development officer
Jolaibari RD Block (s) Tripura

(PH & FAX-(0381)-2325988,
email id: eerd.agartala-tr@gov.in)
PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO: e-PT-25/EE/RDAD/2019-20 Dt.25/10/2019

The Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (Single bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 05/11/2019 for procurement of the following items: (1) Procurement of PA System complete for use at various worksites of AMC, NP, MC & all blocks under West Tripura District. Estimated value: Rs. 77000.00 (2) Procurement of Carpet for use at various worksites of AMC, NP, MC & all blocks under West Tripura District. Estimated value:Rs.94000.00 (3) Procurement of 19 category stone aggregate for use at various worksites of AMC, NP, MC & all blocks under West Tripura District. Estimated value: Rs. 40,00,000.00
For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988/9436137369. Any subsequent corrigendum/ Memorandum will be available in the website only.

ICA/C-1488/2019

Executive Engineet
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

NOTICE

In connection with "Employment Notification" for various Technical posts (Service Engineer Mech. / Elect. , IT Engineer, Bio-Medical Engineer, Technician Mech. & Elect., Operator Mech. & Elect.) under Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Centre, Agartala the Written Preliminary Competence Assessment Test and Viva-Voce scheduled on 4" November & 8th November 2019 respectively have been deferred until further notice.
1. For any query or clarification regarding notice please feel free to email us on rccagartala@yahoo.com
This has reference to earlier notification vide No.F.8(25)CH/MS/GEN/2019/6042 Dated 3rd October 2019.
Dated, the 1st November 2019.
Autor

(Dr. Gautam Majumdar)
Medical Superintendent
AB Vajpayee Regional Cancer Centre, Agartala, Tripura(West)

ICA/D-1191/2019-20

No.F.1 (2)/SDM/UDP/BEUP/33-KBN-SHAL/2019-20/2561,
Dated, the 22nd October, 2019.
PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned is hereby invited the Sealed Quotation in prescribed format, from the reputed & Authorized Dealers / Supplier / Farm / Agency / Co-Operative Society having valid trade license, GST Registration Certificate for supply of 40 (forty) nos (20 nos joint benches for each School) Wooden Joint Bench for 2 (two) Nos High School namely, i) Gangachara Paschim Para High School, Gangachara, Udaipur, Gomati District & ii) Kali Kishore High School, Kakraban, Udaipur, Gomati District under BEUP Scheme during the Financial Year, 2019-20. The details of require materials, prescribed format of the quotation and other terms & condition of the quotation including D-Call Amount can be seen from the Notice Board of Office of the Sub-Divisional Magistrate, Udaipur, Gomati District and State Government portal. If any bidders interested, may he / she collect the prescribed format from the In-Charge of Nazarat Section of this office at free cost.
The interested bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala sealed Kham / Envelop by indicating the price in words & figure along with necessary documents will be dropped in Tender Box to the Office of the undersigned w.e.f. 30th October, 2019 to 12" November, 2019 up to 4.00 PM except Govt. Holiday. The same will be opened on 12th November, 2019 at 4.30 PM in presence of authorized bidders or representative of the bidders.

ICA/C-1497/2019

(A. Roy)
Sub-Divisional Magistrate
Udaipur, Gomati District.

CMYK

জাগরণ 2 November, 2019, Satarday আগরতলা, ২ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৫ কার্ত্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে জার্মানির চেন্সেলার ড. অ্যাঞ্জেলিনা মর্কেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- পিআইবি।

শিক্ষা হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। শিক্ষা হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। শিক্ষা একটা সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা নেয়। শুক্রবার সুকান্ত একাডেমির অডিটোরিয়ামে রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার ২০১৯-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এসসিইআরটি আয়োজিত এই সেমিনারের বিষয় ছিলো 'পর্যায় সারণীয় রাসায়নিক মৌলসমূহ ও প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে। সেমিনারের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, বিজ্ঞান প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে অনেক কৌতূহলের জন্ম দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলতে এই ধরনের সেমিনার মহায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীতে জ্বালানি শক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বই এখন পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা নতুন নতনু পথ দেখাচ্ছেন আমাদের। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকে অর্থনীতির সাথে সংযুক্তকরণের কথা বলছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকে অর্থনীতির সাথে সংযুক্তিকরণের কথা বলছেন। কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী এই বষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্র সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে আগামীদিনে রাজ্যেও অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির ২০০ জন বিজ্ঞান ও ২০০ জনকে অঙ্কের জন্য বাছাই করা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ ও স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের রাজ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই নাসা, ইসরোর মতো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। এটা এই রাজ্যের গৌরব। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার ৎত্রেও বর্তমান সরকার বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালল শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন অধিকর্তা রঞ্জিত কুমার দেবনাথ, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি ভবতোষ সাহা প্রমুখ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এসসিইআরটি-র অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। রাজ্যভিত্তিক এই বিজ্ঞান সেমিনারে প্রতিটি জেলাস্তরে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সেমিনার থেকে নির্বাচিত প্রথম স্থানাধিকারি মোট ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। প্রত্যেক প্রতিযোগী সেমিনারের বিষয়টি নিজ নিজ ভাবে পরিবেশন ও উপস্থাপন করে করে এবং বিচারকদের বিষয়গত প্রশ্নেরও উত্তর দেয়। বিচারকদের ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক কর্তৃক আয়োজিত গুয়াহাটিস্থিত রিজিওন্যাল সায়েন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনারে অংশগ্রহণ করবে।

আগামী ৭ নভেম্বরের মধ্যে সরকার গঠন না হলে মহারাষ্টে রাষ্ট্রপতি শাসন, মন্তব্য বিদায়ী অর্থমন্ত্রীর

মুম্বই, ১ নভেম্বর (হি.স.) : 'আগামী ৭ নভেম্বরের মধ্যে সরকার গঠন করতে হবে। না হলে মহারাষ্টে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে।' শুক্রবার এমন মন্তব্যই করলেন মহারাষ্ট্রের বিদায়ী অর্থমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা সুধীর সচিদানন্দ মুনগন্তীওয়ার। গত ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল। গত ২৩ অক্টোবর ফলাফলও প্রকাশ হয়। এরপর আটদিন কেটে গিয়েছে। হরিয়ানায় নির্বাচনের আগে জোট না হলেও ফলাফলের পরে জেজেপির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছে বিজেপি। কিন্তু, মহারাষ্ট্রে নির্বাচনের আগে জোট করেও ফলাফলের পর শিবসেনার সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়েছে বিজেপির।

শিবসেনার আড়াই বছর করে মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার জেরেই গন্ডগোল চলছে। দুই জোট শরিকের টানাপোড়েনের ফলে কংগ্রেস ও এনসিপি পালে হাওয়া পেয়েছে। ফলে রীতিমতো জমে উঠেছে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই অবস্থায় শিবসেনা ও বিজেপি নেতৃত্ব বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় তা আরও জটিল হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার আগামী ৭ নভেম্বরের মধ্যে সরকার গঠন না হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে বলে মন্তব্য করলেন মহারাষ্ট্র বিজেপির প্রভাবশালী নেতা সুধীর মুনগন্তীওয়ার।

শুক্রবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ কোনও একটি দলকে জয়ী করেনি। বিজেপি, শিবসেনা ও অন্য দলগুলির জোটকে বেছে নিয়েছে। আর আমাদের জোটও ফেভিকল বা অম্বুজা সিমেন্টের মতো মজুবত রয়েছে। দেওয়ালির ব্যস্ততার জন্য বিজেপি ও শিবসেনার মধ্যে এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়নি। আশা করি এক-দুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার গঠন না হয়। তাহলে রাষ্ট্রপতি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করবেন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। আসলে শিব সেনা আড়াই বছরের মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবে অনড় থাকার জন্য যত সমস্যা হচ্ছে।'

শিবসেনা আর বিজেপির এই টানাপোড়েন দেখে প্রথম কয়েকদিন কংগ্রেস ও এনসিপি সরকার গঠনের চেষ্টা করছিল। কিন্তু, শুক্রবার তারা সেই দৌড়ে নেই বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এনসিপির প্রভাবশালী নেতা ও শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার। কংগ্রেস ও এনসিপি বিরোধী আসনে বসবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দিল্লির দুষণের জন্য প্রতিবেশি রাজ্য হরিয়ানা ও পঞ্জাবকে দুষলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.) : দিল্লির দুষণের জন্য সরাসরি প্রতিবেশি রাজ্য হরিয়ানা ও পঞ্জাবকে দুষলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার বিকেলে মোবাইলে ছবি দেখিয়ে নিজের দাবির পক্ষে যুক্তি খাঁড়া করেন দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী ঊ তবে তাঁর এইসব কথা পাত্তা দিতে নারাজ পঞ্জাবের মন্ত্রী এসএস ধরমসোত।

ভয়াবহ অবস্থা দিল্লির। শুক্রবার জনস্বাস্থ্য নিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়েছে। বন্ধ করে দিতে হয়েছে স্কুল। কিন্তু তারমধ্যেও দূষণ নিয়ে দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপের পালা অব্যাহত। শুক্রবার সকালেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন দিল্লি গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে প্রতিবেসী রাজ্যগুলিতে শস্যের অবশেষ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। এরপর বিকেলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে মোবাইল বের করে দুটি ছবি দেখান। দাবি কলেন প্রথম ছবিটি ৩০ সেপ্টেম্বরের, পরেরটি এখনকার। ৩০ সেপ্টেম্বরের ছবিতে দিল্লির আকাশ একেবারে পরিষ্কার নীল, আর এখনকার ছবিটিতে সেই আকাশই হয়ে গিয়েছে ধুসর।

এই ছবিদুটি দেখিয়ে কেজরিওয়াল প্রশ্ন তুললেন, কী করে এক মাসে ছবিটা এতটা পাল্টে গেল? শস্যাবশেষ পোড়ানো ছাড়া আর নতুন কি কিছু ঘটেছে? পাশাপাশি এইবারের দীপাবলিতেও দিল্লির শিশুরা বিশেষ বাজি পোড়ায়নি বলে দাবি করেছেন কেজরিওয়াল। তিনি জানান, এদিনই তিনি একটি স্কুলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শিশুদের প্রশ্ন করে দেখেছেন মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ শিশু আতসবাজি ফাটিয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ বিরোধী নেতারা নাকি সোশ্যাল মিডিয়ায় শিশুদের বাজি ফাটাতে উতসাহিত করেছিলেন।

তবে তাঁর এইসব কথা পাত্তা দিতে নারাজ পঞ্জাবের মন্ত্রী এসএস ধরমসোত। তিনি বলেছেন, কেজরিওয়াল এরকম উল্টোপাল্টা কথা বলেই থাকেন। তাকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।

উল্লেখ্য, বায়ুদূষণের জেরে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা জারি করা হল দিল্লি ও পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে। এর জেরে দিল্লি ও সংল্গন এলাকাতে মঙ্গলবার পর্যন্ত সমস্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ হওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল টুইট করে মঙ্গলবার পর্যন্ত সমস্ত স্কুল বন্ধের কথা জানিয়ে দেন।

ধর্মনগরে দুঃ সাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। কালী পুজোর শেষ রাতে ধর্মনগর শহরের বুকে ৪টি দোকানে হানা দেয় চোরের দল। ধর্মনগর শহরে বৃহস্পতিবার ছিল কালী পুজো শেষ রাত্র। দর্শনার্থীরা পুজো দেখে সবাই বাড়ি ফিরে যায়। বৃহস্পতিবার শেষ রাতের দিকে ধর্মনগর শহরের রাস্তাঘাট ছিল পুরোপুরি ফাঁকা। আর এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে নিশিকুটুম্ভদের দল হানা দেয় ধর্মনগর শহরের বুকে অফিসটিলা এলাকার ৪টি দোকানে। শুক্রবার সকালে দোকান মালিকেরা দোকান খুলে দেখতে পায় দোকানের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় রয়েছে। দোকানে চুরি হয়েছে বুঝতে পেরে দোকান মালিকরা খবর দেয় ধর্মনগর থানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। যানা গেছে ৪টি দোকানের মধ্যে রয়েছে ২টি সাইকেলের দোকান, জলি স্টিল ইন্ডাস্ট্রি এবং সিমেন্টের দোকান। এই ৪টি দোকানে চোরের দল হানা দিয়ে ল্যাপটপ, নগদ অর্থ সহ আরো মুল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। তদন্তে নেমেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী তো শিবসেনা থেকেই হবে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১ নভেম্বর (হি.স.): ভোটের ফল ঘোষণার পর এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছেঊ অথচ মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে বিজেপি-শিবসেনা সঙ্ঘাত মেটার নাম নেইঊ এবার প্রবীণ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত সঙ্ঘাত আরও বাড়িয়ে দিয়ে জানালেন, মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী তো শিবসেনা থেকেই হবেঊ শুক্রবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'শিবসেনার কাছে বিধায়কের পর্যাপ্ত সংখ্যা রয়েছেঊ ভোটের ফল ঘোষণার পর ৮ দিন হয়ে গিয়েছে, অথচ এখনও সরকার গঠন প্রক্রিয়া শুরু

ছয়ের পাতায় দেখুন

চাকুরী দেওয়ার নামে চল্লিশ লক্ষাধিক টাকা হাপিজ করার দায়ে গ্রেপ্তার প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ নভেম্বর।। প্রায় ৪০ লক্ষটাকার প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার এক যুবক। ঘটনা উত্তর জেলার ধর্মনগরে। ঘটনার বিবরণে যানা যায়। ধর্মনগর চন্দ্রপুরের বাসিন্দা অলক নাগের ছেলে বিশাল নাগ দির্ঘ দিন যাবদ ধর্মনগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন অজুহাতে বেকার যুবকদের প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে টাকা সংগ্রহ করতো। অবশেষে তার প্রতারণার মুখোশ প্রকাশ্যে আসতেই সে গা ডাকা দেয়। তাকে না পেয়ে প্রতারিত যুবকরা গত ২৮ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরের প্রতারক বিশাল নাগের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় মামলা করেন। সেই মোতাবেক গোপন খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ধর্মনগরের পুলিশ বিশাল নাগকে তার নিজ বাড়ি থেকেই জালে তুলেন। প্রতারিত এক যুবক জানায়। বিশাল দির্ঘ দিন আগেই তার কাছ থেকে পাথরের ব্যাবসা করবে বলে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হাফিজ করে।আরো এক যুবক জানায় বিশাল নাগ রেলওয়ে দপ্তরে চাকুরি পাইয়ে দেবার কথা বলেও একাধিক যুবকের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করেছে।পুলিশ জানিয়েছে ইতি মধ্যে প্রতারক বিশালের বিরুদ্ধে প্রায় ২৭ জন প্রতারনার অভিযোগ করেছেন। আনুমানিক হিসেবে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা হজম করেছে সে। টাকার পরিমাণ আরো বারতে পারে বলে পুলিশের আশঙ্কা।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মজুরী না পেয়ে পঞ্চায়েতে তালা দিলেন রেগা শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ নভেম্বর।। রেগার বকেয়া মজুরী না পেয়ে পঞ্চায়েতে তালা ঝুলালো ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন আঠারমুড়া এডিসি ভিলেজে। ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের আধিকারীক, ভাইস চেয়ারম্যান সহ মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে শ্রমিকরা পঞ্চায়ত সচিব সহ অন্যান্য সদস্যদের তালামুক্ত করেছে। সংবাদে প্রকাশ, ওই এডিসি ভিলেজের সমস্ত রেগা শ্রমিকরা দুর্গা পূজার আগে নয়দিন রেগার কাজ করেছিলেন। পূজার পর আরও দুইদিন কাজ করেন। মোট ১১ দিনের মজুরী পাওনা শ্রমিকরা। দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা কেটে গেছে কিন্তু শ্রমিকরা আজও মজুরী পায়নি। রোজদিন পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে খোঁজ নিলে জানানো হয় কয়েকদিনের মধ্যে দেওয়া হবে। কিন্তু, তাদেরকে মজুরী দেওয়া হচ্ছে না। শেষে বাধ্য হয়ে শুক্রবার শ্রমিকরা পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে সচিব, জিআরএস ও পঞ্চায়েতের সদসদ্যের তালাবন্দী করে রাখে। পরে প্রশাসনের আধিকারীকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আশ্বাস দিলে তালাবন্দী অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করা হয়।

মন্দা কাটিয়ে দেশের বাজারে ২.৫০ শতাংশ বিক্রি বাড়ল মারুতি সুজুকিব

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.) : মন্দা কাটিয়ে বিক্রি বাড়ল মারুতি সুজুকির ঊ শুক্রবার এই সুখবর দিয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় গত অক্টোবর মাসে দেশের বৃহত্তম গাড়ি সংস্থা মারুতি সুজুকির গাড়ির বিক্রি দেশের বাজারে ২.৫০ শতাংশ বেড়েছে।

কয়েকমাস ধরেই মন্দা চলছে গাড়ি শিল্পে। বেশ কয়েকটি গাড়ি কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই শিল্পে ছাঁটাই হয়েছেন বহু লোক। তবে উতবের মরসুমে ২.৫০ শতাংশ বেড়েছে মারুতি সুজুকির গাড়ির বিক্রির হার ঊ অক্টোবর মাসে দেশে দুর্গাপুজো ও দেওয়ালি উতসব পালিত হয়। এবছরের গাড়ির বিক্রির এই তথ্য দিয়ে শুক্রবার মারুতি সুজুকির পক্ষ থেকে জানান হয় গত বছরের অক্টোবর মাসে ১৩৮, ১০০ টি গাড়ি বিক্রি হয়েছিল। এবারের অক্টোবর মাসে বিক্রি হয়েছে ১৪১, ৫৫০ টি। তার মধ্যে যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি হয়েছে ১৩৯, ১২১ টি। বিদেশে গাড়ি রফতানি বেড়েছে ৫.৬৮ শতাংশ। অক্টোবরে মোট ৯ হাজার ১৫৮ টি গাড়ি রফতানি করা হয়েছে। নিউ ওয়াগনার, সেলেরিও, ইগনিস, সুইফট, বালেনো এবং ডিজায়ার মডেল বিক্রি হয়েছে মোট ৭৫,০৯৪ টি। ওই মডেলগুলির বিক্রি বেড়েছে ১৫.৯১ শতাংশ। ছোট গাড়ির মধ্যে ওল্ড ওয়াগনার, এস-প্রেসো এবং অলটো-র বিভিন্ন মডেলের বিক্রি কমেছে ১৩.০৯ শতাংশ। ওই মডেলের গাড়িগুলি বিক্রি হয়েছে মোট ২৮,৫৩৭ টি। মারুতি সুজুকির শেয়ারের দাম বেড়েছে ১.২০ শতাংশ।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

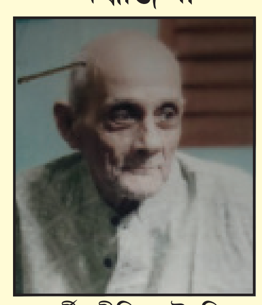

স্বর্গীয় দীলিপ চৌধুরি
জন্ম ঃ ০৯/১০/১৯৩০ ইং
মৃত্যু ঃ ২৪/১০/২০১৯ ইং
আমাদের আদরের বড়মামা ২৪/১০/২০১৯ইং সকাল দশটায় স্বজ্ঞানে আমাদের মায়ামমতা ত্যাগ করে অমৃত লোকে যাত্রা করেন। উনার বিদেহী আত্মায়র চীর শান্তি কামনায় ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ঃ পার্থ, পানু, পিনু, রানু, রাত্রি, শিপ্রা ও মনি (কাকলি)।
শ্যামলীবাজার, আগরতলা

আরও দামী রান্নার গ্যাস, ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৭৬ টাকা

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.)।। মধ্যবিত্তের হেঁসেলে ছ্যাকা দিয়ে ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। শুক্রবার থেকেই কার্যকর নয়া দাম। কলকাতায় ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল ৭৬ টাকা। বর্তমানে ৭০৬ টাকা দিয়েই কিনতে হবে রান্নার গ্যাস। অক্টোবরে রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৬৩০ টাকা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে আবারও রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হবে। এই নতুন দাম কেবল মাত্র ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে ভর্তুকি যুক্ত সিলিন্ডারের দাম সম্পর্কে কিছুই ঘোষণা করা হয়নি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

২০১৩ দাঙ্গা মামলা ঃ রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিন মঞ্জুর আপ বিধায়ক অখিলেশ-সহ তিনজনের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর (হি.স.): গ্রেফতার হয়েও স্বস্তি পেলেন আম আদমি পার্টির বিধায়ক অখিলেশ পি ত্রিপাঠি-সহ তিনজনঊ ২০১৩ সালের দাঙ্গা মামলায় একাধিকবার সমন ও পরোয়ানা পাঠানো সত্ত্বেও, আদালতে হাজিরা দেননি আপ বিধায়ক অখিলেশ পি ত্রিপাঠি এবং আরও দু'জনঊ শুক্রবারই অখিলেশকে হেফাজতে নেওয়া হয়ঊ গ্রেফতার হওয়ার পরই দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিনের আর্জি জানান অখিলেশঊ রাউস অ্যাভিনিউ আদালত অখিলেশের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেঊ এছাড়াও আরও দু'জনকে জামিন মঞ্জুর করেছে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতঊ ২০১৩ সালের দাঙ্গা মামলায় ২৫,০০০ টাকার নিশ্চয়তায় অখিলেশ এবং আরও দু'জনকে জামিন মঞ্জুর করেছে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

শেষ শুনানির দিন, গত ৩০ অক্টোবর আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় অখিলেশ এবং আরও দু'জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়ঊ এরপর শুক্রবার অখিলেশকে গ্রেফতার করার পর বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারপতি অজয় কুমার কুহার এজলাসে তোলা হয়ঊ রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিনের আবেদন জানালে, অখিলেশ-সহ তিনজনের জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছেঊ প্রসঙ্গত, দিল্লি পুলিশকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ায় আপ বিধায়ক অখিলেশ-সহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছিল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।